নবী ইউসুফের পাঠশালা

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরিল

নবি ইউসুফের عليه السلام পাঠশালা

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

অনুবাদ
ইলমহাউস অনুবাদক টিম

অনুবাদ নিরীক্ষণ ও তথ্যসূত্র সংযোজন
শাইখ মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির

নবি ইউসুফের (আ.) পাঠশালা

প্রথম সংস্করণ
রমাদ্বান ১৪৩৯ হিজরি, মে ২০১৮

ISBN: 978-984-34-4564-7

প্রকাশক
ইলমহাউস পাবলিকেশন
ফোন : +৮৮ ০১৮২৮৬১৬০৬৭
www.facebook.com/IlmhouseBD

নির্ধারিত মূল্য: ১০০ টাকা

Nobi Yusufer (AS) Pathshala (The University Of Yusuf AS), Translation of several lectures by Shaikh Ahmad Musa Jibril, Published by Ilmhouse Publication. First Edition, May 2018.

সূচীপত্র

ভূমিকা

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

কিছু জিনিস আগুনে পুড়ে যায়, কিছু জিনিস বিশুদ্ধ হয়।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ঘটনাগুলোর দিকে তাকালে একটা প্যাটার্ন দেখা যায়। যারা সত্যের পথে চলেন, যারা হকের সাথে আপস করেন না, যারা আর সবকিছুকে ভুলে, কোনোরকম ছাড় না দিয়ে এক আল্লাহর ﷻ আনুগত্যকে আঁকড়ে ধরেন—তাঁদের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। এটা আল্লাহর ﷻ সুন্নাহ। সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর থাকলে, তাওহিদের প্রশ্নে ছাড় না দিলে, এক সময় না এক সময় আমাদের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবেই। এটাই নিয়ম। আল্লাহ বলেন :

মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী। [সূরা আনকাবূত, ২৯ : ২-৩]

আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যাদের ওপর কোনো বিপদ নিপতিত হলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। [সূরা বাকারা, ০২ : ১৫৫-১৫৭]

সত্যকে স্বীকার করতে গেলে কমফোর্ট যোন থেকে সরতে হয়। নিজের কিছু পছন্দের জিনিস ছাড়তে হয়। ছাড়তে হয় সাজানো-গোছানো, অন্য সবার মতো করে বানানো খেলাঘরের মায়া। কিন্তু বিনিময়ও পাওয়া যায়। এ পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে আর-রাহমান তার বাছাইকৃত বান্দাদের মর্যাদা দান করেন, সম্মানিত করেন। বিশুদ্ধ করেন। এ পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে আর-রাহমান তাঁদের বাছাই করে নেন যারা লাভ করবে তাঁর নৈকট্য। পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ হক ও বাতিলকে আলাদা করেন, মানুষের কাছে তা স্পষ্ট করে তোলেন। পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ বিজয়ের উপলক্ষ প্রস্তুত করেন, আমাদের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করেন।

এই দ্বীন মহান, একমাত্র মহানেরাই একে বহনের ক্ষমতা রাখে। আর পরীক্ষার মাধ্যমেই সাধারণ আর অসাধারণের মধ্যেকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তারা মহান হয়ে ওঠেন। হক পথের বৈশিষ্ট্যই পরীক্ষা। এই পরীক্ষা বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে। বিভিন্নভাবে আসতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা আসবেই। নিশ্চয়ই যে পথে চলতে গেলে বাধা আসে না, যে পথ কণ্টকাকীর্ণ নয়, সে পথ দ্বীন ইসলামের পথ নয়। খুব চমৎকারভাবে এই পথের পরিচয় তুলে ধরেছেন ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ۩। কয়েকটি লাইনে ফুটিয়ে তুলেছেন চিন্তার একটি সমুদ্র :

এ পথ তো সেই পথ! যে পথে চলতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন আদম। ক্রন্দন করেছিলেন নূহ। আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ। যবেহ্ করার জন্য শোয়ানো হয়েছে ইসমাইলকে। খুব স্বল্প মূল্যে বিক্রি করা হয়েছিল ইউসুফকে, কারাগারে কাটাতে হয়েছিল জীবনের দীর্ঘ কয়েকটি বছর। যবেহ্ করা হয়েছে নারী-সংশ্রব থেকে মুক্ত ইয়াহইয়াকে। রোগে ভুগেছেন আইয়ূব। দাউদের ক্রন্দন, সীমা অতিক্রম করেছে। নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন ঈসা। আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম। নানা দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করেছেন শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ।

আর তুমি এখনো খেল-তামাশায় মত্ত?! [*আল-ফাওয়ায়িদ*, ইবনুল কাইয়্যিম]

যুগে যুগে সত্য পথের পথিকেরা সবচেয়ে বেশি যে পরীক্ষাগুলোর মুখোমুখি হয়েছেন তার অন্যতম বন্দীত্ব। কারাগার—জীবিতদের কবর, বিষাদের ঘর, সত্যবাদীদের জন্য অভিজ্ঞতা আর শত্রুদের আনন্দের উৎসস্থল। কারাগার এমন এক পরীক্ষা যা কারও জন্য আনে সোনালি ফসল, আবার কারও জন্য আনে ধ্বংস কিংবা বিচ্যুতি। এ হলো এমন এক পরীক্ষা যা হয় মানুষকে পদাবনত করে, হৃদয়কে সংকুচিত করে অথবা মানুষ এ থেকে লাভবান হয়। বন্দীত্ব তার চিন্তা ও নফসকে পরিশুদ্ধ করে। অনেকের জন্য এ হলো সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া, দ্বীনকে তুচ্ছ মূল্যে বিকিয়ে

দেওয়া, বিশ্বাসঘাতকতা, পরাজয় আর ঈমানহারা হবার জায়গা। আবার অনেকের জন্য কারাগার হলো নবি ইউসুফের ﷺ পাঠশালা। এমন এক জায়গা যেখানে বান্দা অনুভব করে যুহদ ও ইবাদতের স্বাদ, ঈমানের মিষ্টতা, সময়ের বারাকাহ আর আখিরাতের তীব্র কামনা। এমন এক পাঠশালা যেখানে স্বীয় প্রতিপালকের স্মরণে পাথরের মতো শক্ত হৃদয়ও কোমল হয়, প্রাণহীন আশাহত কলুষিত অবাধ্য চোখেও নামে অনুতাপ আর তাওবাহর বৃষ্টি। কারাগার এমন এক পাঠশালা যেখানে মস্তিষ্কে মজুদ করা ইলম হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হয়, ইলম আমলে পরিণত হয়, সত্যের পথে চলার সংকল্প দৃঢ় হয় আর বান্দা অর্জন করে রবের নৈকট্য।

কারাগারে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন নবি ইউসুফ ﷺ। কালক্রমে মহান এ নবির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বন্দীত্বের স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন খুবাইব ইবনু আদি ﷺ, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, আহলুস সুন্নাহর ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলসহ সালাফ আস-সালেহিনের অনেকেই। এ পাঠশালার গর্বিত শিক্ষার্থী ছিলেন ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনু কাসির, ইবনু হাজর আল-আসকালানী, ইবনু হাযম, ইবনুল আসির, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহসহ উম্মাহর মহীরুহরা, আল্লাহ তাঁদের ওপর রাহমাহ বর্ষণ করুন। বন্দীত্ব আর কারাগার তাঁদের পরাজিত করতে পারেনি, পারেনি সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে। নির্যাতন পারেনি হকের প্রশ্নে আপসে তাঁদের বাধ্য করতে। বরং আল্লাহ ﷻ, তাঁর রাসূল ﷺ ও তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে আপসহীন অবস্থানের কারণে তাঁরা হয়েছিলেন পরিশুদ্ধ, সম্মানিত। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ পরবর্তী প্রজন্মগুলোর জন্য স্থাপন করেছেন অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

সাম্প্রতিক যুগেও যখন সোনালি এ পথের উত্তরাধিকারীরা তাওহিদের পতাকা উঁচিয়ে ধরলেন, হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করলেন, মানবরচিত সংঘ, তন্ত্রমন্ত্র ও শরীয়াহর বদলে কিতাবুল্লাহ ও নববী মানহাজের দিকে উম্মাহকে আহ্বান করলেন, পূর্ব ও পশ্চিমের তাওয়াগীত তাদের বন্দী করল, কারাগারে ছুড়ে দিলো। কুরআনে বর্ণিত সেই ফিরআউনের মতোই আধুনিক ফিরাউনরাও বলল :

'যদি তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে ইলাহরূপে গ্রহণ করো, তাহলে আমি তোমাকে অবশ্য অবশ্যই কারারুদ্ধ করব।' [সূরা আশ শুয়ারা, ২৬ : ২৯]

সত্য পথের পথিকদের আবদ্ধ করা হলো। তাঁদের ওপর চালানো হলো অমানুষিক, অবিশ্বাস্য, অভূতপূর্ব সব নির্যাতন। পুনরাবৃত্তি হলো সেই একই গল্পের। বদলালো কেবল নামগুলো। পুরোনো কারাগার আর অন্ধকূপগুলো জায়গা দখল করে নিল তোরা, গুয়ান্তানামো, বাগরাম, আবু গ্রাইব, আল হাইর, সাইদনায়া আর নানা ব্ল্যাক সাইট। খুবাইব ﷺ, বিলাল ﷺ আর সুমাইয়্যাদের ﷺ জায়গা নিতে এল সাইদ,

উমার, নাসির আর আক্বিয়াসহ নাম না জানা আরও অসংখ্য মুওয়াহ্হিদ। দোররা, চাবুক, মরুভূমির সূর্য, উত্তপ্ত কয়লা, আর বর্শার জায়গা নিল এনহ্যান্সড ইন্টারোগেইশান টেকনিক, ইলেকট্রিকিউশান, সেনসরি ডিপ্রাইভেইশান, ওয়াটার বোর্ডিং আর আবু গ্রাইবের মতো পৈশাচিকতা। কিন্তু বদলালো কেবল খুঁটিনাটিগুলোই। মূল চিত্রনাট্য আজও অপরিবর্তিত। অনেকে হার মানল, আপস কিংবা চুক্তি করল, বিকিয়ে দিলো নিজের বিশ্বাস ও আদর্শকে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর মতোই তাঁদের উত্তরসূরিরা শক্ত হাতে আঁকড়ে রাখলেন তাওহিদের হাতলকে। নিজেদের স্বাধীনতা, সময় ও রক্তের বিনিময়ে, নবি ইউসুফের ﷺ পাঠশালায় নিজেদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আঁধারের এ সুদীর্ঘ মওসুমে পথহারা উম্মাহর সামনে হক ও বাতিলের পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন।

দুঃখজনকভাবে সোনালি প্রজন্মের উত্তরাধিকারীরা আমাদের মাঝে থাকলেও আজ সার্বিকভাবে আমরা এ পথের মাহাত্ম্য এবং এ পথের পথিকদের ভুলতে বসেছি। বিস্মৃতপ্রায় এ গৌরবের অধ্যায় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই আমাদের ক্ষুদ্র এ প্রচেষ্টা। এ পাঠশালার অমূল্য কিছু শিক্ষা আর তিন প্রজন্মের তিন জন রব্বানি আলিমের জীবনী নিয়ে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের লেকচার অবলম্বনে সাজানো হয়েছে "নবি ইউসুফের ﷺ পাঠশালা"। ইমাম আবু হানিফা ﵀ ও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর ﵀ অংশ দুটি শাইখের লেকচার সিরিয "Proud Graduates Of The University Of Yusuf AS"-এর বঙ্গানুবাদ। শাইখ আহমাদের নিজের ভাষ্যমতেই, তার ইচ্ছে ছিল এই সিরিযের তৃতীয় পর্ব শাইখ নাসির আল ফাহ্দকে কেন্দ্র করে সাজানোর। যদিও নানা জটিলতার কারণে পরে তা করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে শাইখ আহমাদের অপর একটি লেকচার থেকে শাইখ নাসির আল ফাহ্দের অংশটি যুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি শাইখের আহমাদের বিখ্যাত "তাওহিদ সিরিয" থেকে তাঁর নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতার কথা উপসংহার হিসেবে যোগ করা হয়েছে। আল্লাহ্ ﷻ শাইখকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, সত্যের ওপর তাঁকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রাখুন, তাঁকে দুটি গৌরবময় সমাপ্তির যেকোনো একটি দান করুন।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের অসামান্য এই আলোচনা বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পেরে আমরা গর্বিত। আল্লাহ ﷻ তাঁর দুর্বল বান্দাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নিন, এতে বারাকাহ দান করুন, ভুলত্রুটি, দুর্বলতা ও অক্ষমতা ক্ষমা করে দিন। যদি এর মাঝে কোনো কিছু কল্যাণকর থাকে, তবে সেটা এক আল্লাহরই পক্ষ থেকে। আর যা কিছু ভুলত্রুটি আছে, সেটা একান্তই আমাদের। যারা

এ কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন ও আছেন আর-রাহমানুর রাহীম এ কাজকে বিচারের দিনে তাদের আমলের পাল্লায় স্থান দিন। নিশ্চয়ই সাফল্য কেবল আল্লাহর ﷻ পক্ষ থেকে এবং সকল প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই।

সবশেষে পাঠকদের প্রতি অনুরোধ থাকবে তাদের দু'আতে মুসলিম বন্দী ও তাঁদের পরিবারদের স্মরণ করার জন্য।

হে আল্লাহ, আপনি তাঁদের হকের ওপর দৃঢ় রাখুন। তাঁদের কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করে দিন। হে আল্লাহ, ইয়া আর-রাহমানুর রাহীম, আপনি তাঁদের ওপর আপনার রাহমাহ বর্ষণ করুন, তাঁদের অন্তরে ঈমানকে দৃঢ় করে দিন, তাঁদের সত্যের ওপর অটল রাখুন। তাঁদের বন্দীত্বের অবসান ঘটিয়ে দিন, দুর্বলদের ওপর আপনার রাহমাহ বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি ছাড়া আমাদের আর কোনো সাহায্যকারী নেই, আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

হে আল্লাহ, পরীক্ষা থেকে আমাদের হেফাযত করুন।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর সাহাবিগণ ও তাঁর পরিবারের ওপর।

ইলমহাউস কর্তৃপক্ষ
রমাদ্বান ১৪৩৯, মে ২০১৮

লেখক পরিচিতি

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁর পিতা শাইখ মুসা জিবরিল ছিলেন মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই সুবাদে আহমাদ মুসা জিবরিল তাঁর শৈশবের বেশ কিছু সময় মদিনায় কাটান। সেখানেই এগারো বছর বয়সে তিনি হিফয সম্পন্ন করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার আগেই তিনি *বুখারি* ও *মুসলিম* মুখস্থ করেন। কৈশোরের বাকি সময়টুকু তিনি যুক্তরাষ্ট্রেই কাটান এবং সেখানেই ১৮৮৯ সালে হাইস্কুল থেকে পাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি *বুখারি* ও *মুসলিমের* সনদসমূহ মুখস্থ করেন, এরপর হাদিসের ছটি কিতাব (কুতুবুস সিত্তাহ) মুখস্থ করেন। তারপর তিনিও তাঁর বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়াহর ওপর ডিগ্রি নেন।

আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ ইবনু উসাইমিনের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো কিতাবের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন এবং তিনি তাঁর কাছ থেকে অত্যন্ত বিরল তাযকিয়াহও লাভ করেন। শাইখ বাকর আবু যাইদের সাথে একান্ত দারসে তিনি আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাব ও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর কিছু কিতাবও অধ্যয়ন করেন। তিনি শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার আশ শানকিতির অধীনে চার বছর পড়াশোনা করেন। আল্লামাহ হামুদ বিন উকলা আশ শুয়াইবির অধীনেও তিনি অধ্যয়ন করেন এবং তাযকিয়াহ লাভ করেন।

তিনি তাঁর পিতার সহপাঠী শাইখ ইহসান ইলাহি জহিরের অধীনেও পড়াশোনা করেছেন। শাইখ মুসা জিবরিল শাইখ ইহসানকে অ্যামেরিকায় আমন্ত্রণ জানান। শাইখ ইহসান অ্যামেরিকায় কিশোর শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের সাথে পরিচিত হবার পর চমৎকৃত হয়ে তার বাবাকে বলেন, ইন শা আল্লাহ আপনি একজন মুজাদ্দিদ গড়ে তুলেছেন। তিনি আরও বলেন, এই ছেলেটি তো আমার বইগুলো সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি জানে।

শাইখ আহমাদ [illegible] বাহমান [illegible] অধ্যয়ন [illegible] এবং শাইখ [illegible] শাইখ আব্দুল্লাহ [illegible] তিনি শাইখ আশ শানকীতির [illegible] বায়ান এর কাজ শেষ করেন [illegible] ছিলেন শাইখ [illegible] অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর [illegible] ইফতাহর প্রধান [illegible] আহমাদ মুসা জিবরিল হজ্জ [illegible] মসজিদুল [illegible] রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির প্রধান শাইখ [illegible] অধ্যয়নের সুযোগ পান।

মুহাদ্দিস শাইখ হামাদ আল আনসারির মসজিদে হাদিস অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কাছ থেকেও তাযকিয়াহ লাভ করেন। তিনি শাইখ আবু মালিক মুহাম্মাদ শাকরাহর অধীনেও অধ্যয়ন করেন। শাইখ আবু মালিক ছিলেন শাইখ আলবানির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাইখ আল আলবানি ওয়াসিয়্যাতে শাইখ আবু মালিককে তাঁর জানাযার ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ মুসা আল কারনিরও ছাত্র। কুরআনের ব্যাপারে শাইখ আহমাদ ইজাযাহপ্রাপ্ত হন শাইখ মুহাম্মাদ মাবাদ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে। শাইখ মুসা জিবরিল ও শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ইলম থেকে উপকৃত হবার জন্য শাইখ বিন বায আমেরিকায় থাকা বিলাদুল হারামাইনের ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ বিন বাযের কাছ থেকেও তাযকিয়াহ অর্জন করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ব্যাপারে মন্তব্য করার সময়ে শাইখ বিন বায তাঁকে 'শাইখ' হিসেবে সম্বোধন করেন এবং বলেন, তিনি (আলিমদের কাছে) পরিচিত এবং উত্তম আকিদাহ পোষণ করেন। শাইখ আহমাদ বর্তমানে অ্যামেরিকায় নিজ পরিবারের সাথে অবস্থান করছেন

কারাগার: নবি ইউসুফের عليه السلام পাঠশালা

বিলাসিতায় পূর্ণ চাকচিক্যময় এ জীবন মুমিনের জন্য কারাগার

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার আর কাফিরের জন্য জান্নাত।'[1]

কেন দুনিয়াকে কারাগার বলা হলো? এত বিলাসিতা ও আরাম আয়েশ থাকা সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ ﷺ কেন এই জীবনকে কারাগারের সঙ্গে তুলনা করলেন?

একজন কারাবন্দী দুনিয়ার এমন অনেক ভোগবিলাস ও আরাম আয়েশ থেকে বঞ্চিত হয়, যেগুলো কারাগারের বাইরে স্বাধীন জীবনযাপন করা মানুষ উপভোগ করতে পারে। একইভাবে মুমিন বান্দাদেরও দুনিয়াতে এমন অনেক কিছু থেকে নিজেদের বিরত রাখতে হয় যেগুলো তারা জান্নাতে উপভোগ করতে পারবে। এ কারণেই মুমিনকে দুনিয়াতে কারাবন্দী বলা হয়। এটি হলো এ হাদিসে মুমিনদের কারাবন্দী বলার একটি কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হলো, একজন কারাবন্দী খুব সীমিত কিছু সুযোগ সুবিধা পায়। কারাগারে আপনি হয়তো ফোনে কথা বলতে পারবেন, বিনোদনের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময় পাবেন[2], খাবার পাবেন। কিন্তু দুনিয়ার স্বাধীন কোনো মানুষের সাথে তুলনা করলে এই সামান্য সুযোগ-সুবিধাগুলোকে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হবে। একইভাবে দুনিয়াতে আমরা যেসব বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ উপভোগ করি, পরকালীন জীবনের পুরস্কারের তুলনায় সেগুলো কিছুই না। জান্নাতে এমন পুরস্কার আমাদের

---

[1] *সহিহ মুসলিম, আত তিরমিযি, আন নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বানও আহমাদ* হাদিসটি আবু হুরাইরা রা., সালমান রা., ইবনু উমার রা., ইবনু আমর রা. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[2] এগুলো পশ্চিমা কারাগারগুলোর জন্য প্রযোজ্য। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর কারাগারগুলোতে এ সুবিধাগুলোর সবগুলো পাওয়া যায় না।

[illegible] জন্য। [illegible]

[illegible] মানুষের গড়া আরেক কারাগার। [illegible]

কখনো কখনো বন্দিত্ব মানুষের পাপ হয় [illegible]। কখনো অন্যায় ও যুলুমের শিকার হয়ে মানুষকে বন্দিত্ব বরণ করতে হয়। [illegible] ও ইয়াজুজ-মাজুজের মাঝে যে প্রাচীর তৈরি করেছিলেন, [illegible] যায়। ইয়াজুজ মাজুজ নানা অপরাধে লিপ্ত ছিল, [illegible] ও তাদের মাঝে প্রাচীর তৈরি করে দেন। [illegible] অনেকেই সত্য উচ্চারণের কারণে বন্দি হন। ইউসুফকে ﵇ কারাগারে [illegible] হয়েছিল, আর এই কারাগারকে ইউসুফের ﵇ পাঠশালা বলা হয়

ইউসুফকে ﵇ যে বিষয়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তিনি ﵇ নিজেই তা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। চিন্তা করুন, যে গুনাহ থেকে তিনি ﵇ নিজেই পালাতে চাচ্ছেন সেই অপরাধেই তাঁকে ﵇ অভিযুক্ত করা হলো। দোষী সাব্যস্ত করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। তিনি ﵇ একজন সম্মানিত রাসুল, অথচ তাঁর ﵇ সম্মানকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হলো। মুসলিম কিংবা কাফির যে-ই হোক না কেন, যুগে যুগে সব অত্যাচারী ও যালিমরা এই একই কৌশল অবলম্বন করে আসছে। যে বিষয়গুলোকে আপনি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন এবং এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন, তারা খুঁজে খুঁজে আপনাকে ঠিক সেসব বিষয়েই অভিযুক্ত করবে।

একজন হকপন্থী মুমিনের কাছে বিশ্ব জাহানের রবের সাথে কুফরির চেয়ে হয়রানি, কারাগার, অত্যাচার, নির্যাতন, চাবুক এমনকি মৃত্যুও শ্রেয়। কারাগার ও কুফরি, এ দুয়ের মাঝে বেছে নিতে বলা হলে মুমিন প্রথমটিই বেছে নেবে। এমনকি কোনো পাপ, অন্যায় কিংবা অনৈতিক কাজে বাধ্য হবার বদলেও সে কারাগারকেই বেছে নেবে।

ইউসুফ ﵇ ইচ্ছা করলেই পুরুষত্বের সবচেয়ে তীব্র কামনা মেটাতে পারতেন। বেছে নিতে পারতেন তাঁর ﵇ সময়ের সবচেয়ে সুন্দরী ও উচ্চবংশীয় অভিজাত নারীদের যে কাউকে। পাশাপাশি পেতে পারতেন ভোগবিলাস ও পার্থিব সুখের সব উপকরণ। তিনি ﵇ চাইলেই এই সুযোগ নিতে পারতেন। পারতেন সুবিশাল প্রাসাদের অধিকারী হয়ে সবকিছু নিজ আয়ত্তাধীন করতে। আর সাধারণত সবাই তো এমন

জীবনেরই [illegible]
পছন্দ করলেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

[illegible]

'সে বলল [illegible],
কারাগার আমার কাছে বেশি প্রিয়।'[৩]

কারাগার [illegible] একটি বেছে নিতে বলেছিল। তিনি [illegible]

ফিরাউন ও [illegible] যখন ফিরাউনের দরবারে গিয়েছিলেন, [illegible], ইসলাম কিংবা কুফর, যেকোনো একটি বেছে নিতে [illegible] ইসলাম ও কুফরের মাঝে একটিকে বেছে নিতে হবে। ইসলামকে বেছে নেওয়ার অর্থ ফিরাউন তাদের কারাগারে ছুড়ে দেবে, তাদের হাত পা কেটে ফেলা হবে, শূলে চড়ানো হবে এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করবে এক দীর্ঘ [illegible] কষ্টকর মৃত্যু। এই হলো মুসা ﷺ ও হারুনের ﷺ রবের প্রতি ঈমান আনার শাস্তি। অন্যদিকে ফিরাউনের প্রতি ঈমান আনলে তাদেরকে তাদের সাধ স্বপ্ন ও ইচ্ছা অনুযায়ী পার্থিব সুখের যাবতীয় উপকরণ দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই ফিরাউন তাদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—যদি তোমরা বিজয়ী হও, যা চাইবে তা-ই পাবে.

আল্লাহ ﷻ বলেন,

وجاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

'তারা বলল, আমাদের জন্য কি উত্তম পারিশ্রমিক আছে, যদি আমরা বিজয়ী হই?
সে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৪]

সূরা আল আরাফ ও সূরা আশ-শুয়ারায় আল্লাহ ﷻ আমাদের জানিয়েছেন, ফিরাউন জাদুকরদের বলেছিল, "তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে", জাদুকররা

---

[৩] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩৩

[৪] সূরা আরাফ, ৭ : ১১৩-১১৪

মূসার [illegible] ছিল, তাদেরকে মূসা [illegible] ওপর ঈমান আনার সাথে সাথে তাদের [illegible] জীবন ভিন্ন দিকে মোড় নিল। যে মুহূর্তে তারা আল্লাহর [illegible] সাথে সাজদায় লুটিয়ে পড়ল, সেই মুহূর্ত থেকে কোনো মানুষের [illegible] করা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে গেল।

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

'এবং জাদুকররা সাজদায় পড়ে গেল। তারা বলল, আমরা ঈমান এনেছি বিশ্বজগতের (জিন, ইনসান ও সমস্ত কিছুর) প্রতিপালকের ওপর।'[৫]

এসব ঘটনা এমন সময়ে ঘটেছিল যখন তারা সবেমাত্র ঈমান এনেছে। তাদের অন্তরে ঈমান ছিল তাজা, জীবন্ত। ঈমান ছিল বিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে। তারা বলেছিল, হে ফিরাউন, আমাদের সামনে দুটো পথ খোলা আছে। হয় আমরা তোমাকে রব বলে স্বীকার করে নেব এবং প্রতিদানে আমরা যা চাইব তা-ই পাব, অথবা আমরা মূসার (ﷺ) রবের ওপর, বিশ্বজাহানের সত্য প্রতিপালকের ওপর ঈমান আনব। যার পরিণতি হলো কারাবাস, নির্যাতন ও মৃত্যু। আমরা দ্বিতীয় পথকেই বেছে নিলাম।

قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

'তারা (জাদুকররা) বলল, আমাদের রব এবং তাঁর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি সামনে এসে যাওয়ার পরও আমরা (সত্যের ওপর) তোমাকে প্রাধান্য দেবো, এটা কখনো হতে পারে না। সুতরাং তুমি যা কিছু করতে চাও করো। তুমি তো বড়জোর এ দুনিয়ার জীবনের ফয়সালা করতে পারবে।'[৬]

কখনো বন্দিত্ব কামনা করবেন না, বন্দিত্বের জন্য দু'আ করবেন না।

---

[৫] সূরা আরাফ, ৭: ১২০-১২১

[৬] সূরা তোয়াহা, ২০: ৭২

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

[illegible]

শত্রুর [illegible], তবে সাক্ষাত হয়ে গেলে ধৈর্যসহকারে মো[illegible]বেলা করো।[৭]

কারাগারের ব্যাপারটিও [illegible] জন্য দু'আ করবেন না, [illegible] হবার কষ্ট থেকে আপনাকে [illegible] ঢুকতেই হয়, ধৈর্য [illegible] থাকুন। [illegible] করুন। এখন [illegible] কারাগারে যাওয়াকে একটা ক্রেডিটের বিষয় মনে করে। মনে করে এটা কোনো কৃতিত্বের ব্যাপার। এটা যাহির করার মতো কোনো ব্যাপার, মনে করে এটা সেলিব্রিটি বা রকস্টার হবার মতো কোনো বিষয়। আমি বলছি, দিনরাত আল্লাহর ﷻ কাছে দু'আ করুন যেন কখনো, কোনোদিন, এক মিনিটের জন্যও কারাগারে যেতে না হয়। তবে যদি কারও তাকদিরে বন্দিত্ব থাকে, তাহলে তাকে বন্দী অবস্থায় সত্যের ওপর দৃঢ় ও অবিচল থাকতে হবে।

আল্লাহর শপথ! কারাগারের অন্ধকার দেয়ালের ওপাশে এমনও বন্দী আছেন যারা দিনরাত আল্লাহর ﷻ দরবারে মৃত্যুর জন্য দু'আ করেন। তাদের মাঝে কেউ কেউ এই দু'আতেই সারা রাত কাটিয়ে দেন। এমন অনেকেই আছেন কারাগারের প্রাচীরের আড়ালে যাদের ঈমান নষ্ট হয়েছে, এমনকি কারও কারও মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। তাই সব সময় আল্লাহর ﷻ কাছে নিরাপত্তার জন্য দু'আ করুন।

ইবনু বাত্তাহ رحمه الله বলেছেন, শত্রুর এবং কারাগারের পরীক্ষার মুখোমুখি না হওয়ার ইচ্ছা পোষণের কারণ হলো, আমরা এগুলোর ফলাফল সম্পর্কে জানি না। হতে পারে আপনি পরাজিত হবেন, হতে পারে আপনি ঈমানহারা হবেন। আপনার জন্য কোন ফলাফল অপেক্ষা করছে, আপনি জানেন না। তাই কখনোই এমন কিছু চাইবেন না। অন্যদের মতে, এমন করতে নিষেধ করার কারণ হলো, এমন ইচ্ছা পোষণের ফলে ব্যক্তি নিজের ওপর খুব বেশি ভরসা করতে শুরু করতে পারে। এই অতিরিক্ত আত্মনির্ভরশীলতা তাকে আল্লাহর ﷻ ওপর তাওয়াক্কুল করা থেকে

---

[৭] *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং : ৩০২৪

গাফেল করে দেয়। আল্লাহর ﷻ ওপর ভরসা [illegible] দিকেই নজর দেয় এবং শত্রুর শক্তি সম্পর্কে ব্যাপারে [illegible]

হাসান ইবনু আলি [illegible] প্রায়ই বলতেন, প্রতিপক্ষকে কখনো যুদ্ধের আহ্বান কোরো না। সেই সময়ে যুদ্ধ একজনের বিপরীতে এক, [illegible] দুই, তিনের বিপরীতে তিন জন, এভাবে শুরু হতো। যেমনটি বদর যুদ্ধের ক্ষেত্রে হয়েছিল। সুতরাং নিজে থেকে কাউকে যুদ্ধের আহ্বান করবেন না। কিন্তু যদি প্রতিপক্ষ আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে, তাহলে সত্যিকারের পুরুষের মতো মোকাবেলা করুন, আল্লাহ ﷻ আপনাকে বিজয়ী করবেন।

অনেকেই কারাগারে যেতে চায়। মনে করে এটা দারুণ একটা অভিজ্ঞতা যা নিয়ে মানুষের সামনে ক্রেডিট নেওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে ঢোকার পর কোনো-না-কোনো কারণে তারা ভেঙে পড়ে। অনুনয় করে, প্রাণভিক্ষা চায়, অনেকে এ অবস্থায় নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, অনেকে ঈমানহারা হয়। আল্লাহ ﷻ তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং আমাদের সব ভাইয়ের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করুন। বন্দী অবস্থায় নিজের মুক্তি ত্বরান্বিত করার জন্য অনেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্যান্য ভাইদের ব্যাপারে মিথ্যাও বলে। খুব অল্প কিছু মানুষই প্রাচীরের ওপাশে অবিচল থাকেন। আমরা আল্লাহর ﷻ কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদের সব ভাইয়ের মুক্তি ত্বরান্বিত করেন এবং এর মাধ্যমে তাদের মায়েদের ও পরিবারের হৃদয়গুলোকে প্রশান্ত করেন।

আমাদের আলিমগণ, ইউসুফ ﷺ, এমনকি ফিরাউনের জাদুকরেরাও কখনো বন্দিত্ব কামনা করেননি। কিন্তু যখন তাদের কুফর ও কারাগারের মধ্যে, গুনাহ ও বন্দিত্বের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হয়েছিল, তখন তারা কারাগারকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, আমরা ইসলামকে কুফরের ওপর প্রাধান্য দেবো। গুনাহতে লিপ্ত হবার বদলে বন্দিত্বকে বেছে নেব। এমনই ছিল তাদের পথ।

ইউসুফের ﷺ বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কারণে আল আযিয তাঁকে ﷺ কারারুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিল। জেলখানায় গিয়ে ইউসুফ ﷺ অনেক মানুষের দেখা পেলেন যারা যুলুমের শিকার। এমন কিছু মানুষের সাথে তাঁর ﷺ পরিচয় হলো, যারা ছিল তাঁর ﷺ কাছে একেবারেই ভিন্নধর্মী ও অপরিচিত। মানুষগুলো ছিল মাযলুম, ক্ষুধার্ত, নির্যাতিত, জীবনের ব্যাপারে নিরাশ। তিনি ﷺ তাদের কাছে গেলেন, তাদের সাথে মিশলেন। তাদের জন্য তিনি ছিলেন রাহমাহ। অনেককেই তিনি ﷺ নতুন করে জীবন নিয়ে আশাবাদী হতে শেখালেন। কখনো বন্দী হলে আপনাকেও ঠিক এই কাজটিই করতে হবে, অন্যান্য বন্দীদের মনোবল বাড়াতে হবে,

হতাশা ছেড়ে ফেলে সবার [illegible] ইউসুফ ﷺ কারাগারে মানুষদের সহায়তা করতেন, [illegible] দিতেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন।

ইউসুফ ﷺ নিজেও ছিলেন জুলুমের শিকার। [illegible] তাঁকে [illegible] কারারুদ্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি [illegible] অভিযোগ করে সময় নষ্ট করেননি। বলেননি যে, "হায়, যদি আমি এখানে না থাকতাম! কেন আল্লাহ আমাকে এখানে আনলেন? যদি আল্লাহ আমাকে এখানেই আনেন, তবে আমার আর আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার দরকার নেই।"

মূলত একজন সত্যিকারের দা'ঈ কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থের তোয়াক্কা করেন না। তার চিন্তাভাবনা আবর্তিত হয় আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টি অর্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে ঘিরে। ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির হিসাব তিনি করেন না, বরং তাঁর একমাত্র চিন্তা থাকে কীভাবে আল্লাহর দ্বীনের কাজকে আরও সামনে এগিয়ে নেওয়া যায়।

কারাগারের সাথিদের কাছে ইউসুফ ﷺ একজন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠলেন। সাধারণত কিছুদিন কারও সাথে থাকলে তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কে অন্য সবার চেয়ে একটু আলাদা, বোঝা যায়। বুঝতে পারা যায় কে আমোদপ্রিয়, কে রসিক, কারা হতাশাগ্রস্ত আর কারা ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ। কারাগারে সবাই দাবা খেলছে আর তিনি ﷺ ইবাদতে মগ্ন, অন্যরা মারামারি করছে আর তিনি ﷺ এসে মিটমাট করে দিচ্ছেন। কাজেই সবাই বুঝতে পারছিল এই মানুষটি অন্য সবার চেয়ে আলাদা। এ কারণেই তারা তাঁকে ﷺ বলেছিল,

إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

'নিশ্চয়ই, আমরা তোমাকে মুহসিনুন (সৎকর্মশীল) হিসেবে দেখতে পাচ্ছি।'[৮]

তারা তাঁকে ﷺ প্রশ্ন করেছিল, আপনি কে? কেন আপনি এত আলাদা? আপনি রাত জেগে ইবাদত করেন, রোযা রাখেন... কেন? কার জন্য? আপনার ব্যাপারে আমাদের কিছু বলুন।

---

[৮] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩৬

কারাগারে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে এই মানুষটি [illegible] এই ব্যক্তি, যার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

তিনি সম্মানিত, তাঁর পিতা সম্মানিত, তাঁর পিতামহ সম্মানিত এবং প্রপিতামহ সম্মানিত, ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহিম।[৯]

তারা বলছিল, আপনি অন্য সবার চেয়ে আলাদা। আপনার উদ্দেশ্য কী? কোন বার্তা নিয়ে আপনি এসেছেন? তিনি ﷺ জবাব দিয়েছিলেন, আমার উদ্দেশ্য তাওহিদ

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

'হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক বহু রব ভালো, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?'[১০]

কোনটি ভালো? এক ইলাহ্ নাকি বহু? তিনি ﷺ জেলখানায় দাওয়াহ দিচ্ছিলেন কারাগারে তিনি ﷺ কান্নাকাটি করছিলেন না, কাঁদোকাঁদো হয়ে অনুনয় আর অভিযোগ করছিলেন না। তিনি ﷺ তাওহিদের দাওয়াহ্ করছিলেন। এমন অবস্থায় আসল বন্দী কে? নবি ইউসুফ ﷺ, নাকি তাঁকে যে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল সে?

আল-আযিয কারাগারের বাইরে মুক্ত জীবনযাপন করলেও তার জীবনে শান্তি ছিল না। তার দিন কাটছিল নিদারুণ যন্ত্রণায়। অন্যদিকে ইউসুফ ﷺ ছিলেন কারারুদ্ধ, কিন্তু তাঁর অন্তরে প্রশান্তি ও সুখ ছিল। ইউসুফের ﷺ চারপাশের লোকেরা দেখতে পাচ্ছিল তিনি ﷺ কতটা সুখী ও প্রশান্ত। এই আনন্দ তিনি ﷺ অন্যদের মাঝেও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বন্দীদশা থেকে মুক্ত হবার পরও তাঁর ﷺ সাথে আরও সময় কাটানোর জন্য তারা বারবার ফিরে আসত। বাইরের মুক্ত পৃথিবীর চেয়েও কারাগারে ইউসুফের ﷺ সান্নিধ্যকে তারা বেশি পছন্দ করত।

---

[৯] হাদিসটি ইবনু উমারের ﷺ সূত্রে বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে। হাদিস নং : ৩৩৮২

[১০] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩৯

ইউসুফ [illegible] সম্পর্কে জানেন না, [illegible] যখন অত্যাচারীর [illegible] বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আপনার [illegible] কী ঘটছে—কিছুই জানতে পারবেন না। [illegible] পরিণত হয়। ইউসুফ [illegible] ব্যাখ্যা [illegible], তাদের একজনকে যাবার [illegible]।

اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ

'আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে।'[১১]

সাধারণভাবে এ কথায় দূষণীয় কিছু ছিল না। যার অন্তর আল্লাহর ﷻ সাথে শতভাগ জুড়ে আছে এবং যে অন্য সবকিছু থেকে বিমুখ, এমন ব্যক্তির অন্যান্য বৈধ উপায় খোঁজাতে দোষের কিছু নেই। তবে এ কথা অন্য সবার জন্য প্রযোজ্য হলেও ইউসুফের ﷺ ক্ষেত্রে বিষয়টা ছিল ভিন্ন। তিনি তো আল্লাহর ﷻ রাসুল, তিনি ﷺ সম্মানিত, তাঁর ﷺ পিতা সম্মানিত। তাঁর ﷺ অবস্থান অনেক উঁচু, তাই তাঁর ﷺ জন্য মাপকাঠিও আলাদা। ইউসুফ ﷺ অসংখ্য মু'জিযা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যা তাঁর ﷺ উচ্চ মর্যাদাকে প্রমাণ করে। আল্লাহ তাঁকে ﷺ শিক্ষা দিতে চাইলেন—আল্লাহওয়ালা অন্যান্য সবাই উপায়ের সন্ধান করতে পারে, কিন্তু তুমি? কে তোমাকে তোমার ভাইদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছিল ইউসুফ? কে তোমাকে আযিযের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিল? কে তোমাকে যিনা ও ব্যভিচার থেকে রক্ষা করেছে ইউসুফ? তোমার অন্তর পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সাথে থাকা সত্ত্বেও এখন অন্য উপায়ের খোঁজ করতে শুরু করলে? তুমি উচ্চপদে আসীন, অন্য সবার জন্য দৃষ্টান্ত; কাজেই আস্থা, নির্ভরতা ও উপায়, তুমি এ সবই কেবল আল্লাহর কাছেই চাইবে।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

'ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হলো।'[১২]

---

[১১] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৪২

[১২] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৪২

এটা ছিল ইউসুফের (عليه السلام) জন্য একটি শিক্ষা এবং [illegible] জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়। তিনি (عليه السلام) শিখলেন, অন্য কারও কাছে [illegible]। কেননা আল্লাহর ﷻ কাছেই চাইতে হবে। একমাত্র আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্য [illegible] ওপর নির্ভর করা যাবে না, যদিও সেটা শুনে সরল [illegible] হয়ে থাকে।

যারা আপনাকে ভালোবাসে, যারা আপনার ছাত্র এবং আপনি যাদের সাথে সময় কাটান — তাদের ব্যাপারে, আপনার সব কাজের ব্যাপারে, শুরুতেই নিজের নিয়্যাতকে যাচাই করে নিন। আপনার সব কাজ, সবকিছু যেন শুধু আল্লাহর ﷻ জন্যই হয়। কারণ, বিপদের সময় এরা সবাই আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে। আমাদের হকপন্থী আলিমদের বেলায় এমনটাই ঘটেছিল আর এভাবেই চলতে থাকবে। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টিকেই আপনার লক্ষ্য বানান, সামনের কঠিন দিনগুলোতে কেবল তিনিই আপনার ভরসা। তাঁকে ছাড়া অন্য যার ওপরই আপনি ভরসা করুন না কেন, বিপদের দিন আপনার পাশে তাদের কাউকেই পাবেন না। এমন অনেকে আছে যারা কোনো নেতা, দল কিংবা সংগঠনের মাধ্যমে সম্মানিত হবার, বড় হবার চেষ্টা করে। আসলে সৃষ্টির মাধ্যমে যারা বড় হতে চায়, এ সবকিছু একদিন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। নেতা, দল, সংগঠন — একদিন তাদের সবার পতন হবে এবং সেই সাথে আপনারও পতন হবে। কারণ, আপনি তাদের মুখাপেক্ষী হয়েছিলেন। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর ﷻ ওপরই নির্ভর করুন, তাঁরই মুখাপেক্ষী হোন। আর জেনে রাখুন আল্লাহ ﷻ অক্ষয়, অজেয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কোনো কিছুই তাঁর ক্ষতি করতে পারে না। যখন আপনি একমাত্র আল্লাহর ﷻ ওপর ভরসা করবেন, যখন আল্লাহ ﷻ আপনার সাথে থাকবেন, আপনার অবস্থান হবে আকাশের মেঘেরও ওপরে। যখন সবকিছু চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে তখনো আপনি সম্মানিত থাকবেন।

যখন আপনার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হবে, আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে, যখন মিডিয়া আপনাকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করবে, আপনার হাজার হাজার শিক্ষার্থী, অনুসারী, বন্ধু, সহকর্মী —সবাই উধাও হয়ে যাবে কিন্তু আপনার লক্ষ্য যদি হয় এক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, তবে সেদিন আপনার পাশে আল্লাহ ﷻ এবং এক আল্লাহকেই ﷻ পাবেন। আপনি উপলব্ধি করবেন আপনার জন্য শুধু আল্লাহই ﷻ আছেন। কাজেই, সুখ কিংবা দুঃখ, সব অবস্থায় আল্লাহকেই ﷻ ডাকুন। তাঁকেই খুঁজুন, তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য কাজ করুন। আপনার প্রতিটি কাজে, আপনার জীবনের প্রতিটি ধাপে, প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকেই ﷻ আপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নিন

যে [illegible]
আত্ম[illegible]
[illegible]
বিষয়টি হলো [illegible] হওয়া,
কারণ [illegible] একমাত্র
সত্তা যার [illegible]
যখন প্রবল [illegible] মনে রাখবেন
আল্লাহই ﷻ [illegible] বান্দাদের জন্য
যথেষ্ট। আপনার [illegible] বাধা বিপত্তি
অতিক্রম করতে হবে। একের পর এক পরীক্ষা ও মুসিবত আপনার দিকে ধেয়ে
আসবে। এই প্রতিকূলতা এক মুহূর্তও [illegible] এবং কাউকেই আপনি পাশে
পাবেন না। সুতরাং আপনি যদি প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে ﷻ পাশে চান তবে
দুর্যোগের মুখোমুখি হবার আগেই নিশ্চিত করুন, আপনি কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির
লক্ষ্যে কাজ করছেন। প্রতি পদক্ষেপের আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আমি কি
আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টির জন্য কাজটি করছি? এটা কি ইসলামসম্মত? আল্লাহ ﷻ এতে
খুশি হবেন তো? আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টিকেই নিজের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিন।

আমাদের সবারই কমবেশি এমন অভিজ্ঞতার আছে, যারা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। প্রায় সবারই এমন অভিজ্ঞতা আছে। এগুলো নিয়ে কথা বলতে গেলে সারাদিন কেটে যাবে। আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমি কোথাও কিছু বলি না, তবে কখনো কখনো এগুলোর মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু বিষয় থাকে যা হয়তো অন্য মুসলিমের জন্য সতর্কতার কারণ হবে। তাই এখানে অল্প কিছু কথা বলছি।

আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, জেলে যাবার পর আমার ক্লাসের একজন ছাত্র কিংবা সমর্থককেও আমি আমার পাশে পাইনি। কেউ ঝামেলায় জড়াতে চায়নি। একজনকেও পাওয়া যায়নি এ নিয়ে প্রশ্ন করার জন্য। রমাদ্বানের একেবারে শেষদিকে, ঈদুল ফিতরের দুদিন আগে ওরা আমাকে নিয়ে যায়। প্রথম রাত সেখানে পার করলাম, পরের দিনই ছিল ঈদুল ফিতর। ঈদের দিন সকালে শুরু করলাম বন্দী হিসেবে। সেই কঠিন মুহূর্তগুলোতে আমার মাকে যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর দান করুন, আমীন।

জেলে যাবার একরাত আগের কথা। আমি আর বাবা এক ছাত্রের বাড়িতে ইফতারের দাওয়াতে গিয়েছিলাম। আহমাদ জিবরিল আর তার বাবা শাইখ মুসা আসছেন

[illegible] অনেক মানুষ [illegible] পৌঁছে গিয়েছিল [illegible] কারণে আমরা ইফতারের পর বেশ কিছুক্ষণ সবাই [illegible] সেখানেই ইশা ও তারাবিহর জামাআত আদায় করলাম। পুরো মসজিদ [illegible] জায়গায় তারাবিহ পড়িয়েছিলাম। ওইদিন [illegible] শেষ করে [illegible] করার কথা ছিল। সেই ওইরের বাড়িতে বেশ বড়সড় আয়োজন হয়েছিল। তাই আমি সেই দিন ওখানেই তারাবিহ পড়ালাম। [illegible] শেষ হলো, আমাদের [illegible] হয়ে গেল। সালাত শেষে আমার বাবা বললেন, কাল যদি ঈদ না হয়, তবে আমাদের বাসায় সবার দাওয়াত রইল। পরদিন ঈদ হবার একটা সম্ভাবনা ছিল। আমাদের একদল ভাইয়েরা চাঁদ দেখার জন্য বের হয়েছিল, তবে তারা তখনো পর্যন্ত চাঁদ দেখতে পায়নি

সবাই আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা আমার বাবাকে উত্তম প্রতিদান দিন, তাঁর নেক আমলগুলো কবুল করে নিন। আল্লাহ তাআলা আমার মাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন। আমরা কমপক্ষে দেড় শ থেকে দুই শ লোকের আয়োজন করেছিলাম। আমন্ত্রিত সবাই পরদিন আমাদের বাড়িতে আসলেন। এটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদলের খাওয়া শেষ হলে আরেক দল বসতো। আল্লাহ ﷻ আমার মায়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, তাঁকে ফিরদাউস পর্যন্ত পৌঁছে দিন। সেই দিনগুলোতে তারাবিহর পর অনেকেই আমাকে ঘিরে বসতে উন্মুখ হয়ে থাকত। আমার আজও সবকিছু স্পষ্ট মনে আছে, যেন আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দারস দেওয়ার সময় আমার সাথে এত মানুষ হতো যে গাড়িগুলো দেখে মনে হতো কাফেলা যাচ্ছে। আমার পাশে কে বসবে এ নিয়ে তর্ক শুরু হয়ে যেত। এমনকি এমনও হয়েছে, ভাইয়েরা এসে আমাকে বলছে, আমার গাড়ি কে চালাবে এ নিয়ে তাদের মাঝে ঝগড়া হয়েছে। ওয়াল্লাহি এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে

আমার শুনানির দিনও কোর্ট প্রাঙ্গণে অনেক মানুষ ছিল। প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে সবার কাঁধে কাঁধ লেগে যাচ্ছিল। কিন্তু পার্থক্য হলো, আমি আর বাবা ছাড়া সেই দিন ওখানে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" তে বিশ্বাসী একজন মানুষও ছিল না। এফবিআই প্রসিকিউটর, সরকারি বাহিনীর এজেন্ট, কাউন্টার টেরোরিযমের অফিসার ও কর্মকর্তাদের সবাই সেখানে উপস্থিত ছিল। আমার উকিল আমাকে বলল, "এই লোকগুলো আপনাদের প্রচণ্ড ঘৃণা করে, এর আগে কোনো শুনানিতে আমি তাদের এমন করতে দেখিনি"। বিচার চলাকালীন আদালতে অনেক মানুষ থাকলে বিচারকের ওপর এক ধরনের চাপ কাজ করে। যেহেতু সরকারপক্ষ জানত

না কী রায় হবে, তাই [illegible] জড়ো করেছিল। যাতে [illegible] বলল, "এর [illegible] আসলেই আপনাদের ঘৃণা করে [illegible] কথা বলছে, তারা কোথায়?"

পেছনের দিনগুলো [illegible] বাসার ওপরের তলা ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকত। [illegible] শুধু এ জন্যই বলছি যেন সবাই এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে, এর পেছনে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। কয়েকদিন আগে আমি আমাদের পুরোনো কফি মেশিনটা দেখছিলাম। আমাদের মেশিনটা ছিল দোকানের বড় মেশিনগুলোর মতো। ছোটগুলো দিয়ে আমাদের কাজ চলত না, কারণ বাসায় সব সময়ই কোনো না কোনো অতিথি থাকত। কয়েকদিন আগে মেশিনটা চোখে পড়ল। মেশিনটার ওপর এখনো লেখা আছে—এজার ইলম ক্যাফে। ছাত্ররা আমাদের বাড়ির নাম দিয়েছিল আহমদ জিবরিলের ইলম ক্যাফে।

বাসায় সব সময় মানুষের আসা যাওয়া করত। শেখা, শেখানো, দাওয়াহ চলতেই থাকত। আল্লাহ ﷻ আমার মাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। প্রয়োজনীয় সবকিছুর জোগান দেওয়া, দেখাশোনা করা, রান্নাবান্না, খাবার পরিবেশন, কফি—এ সবকিছুই তিনি একা সামলেছেন। এখনো আমার সেই দিনগুলোর কথা মনে আছে। বয়ান কিংবা হালাকাহ শেষে ভাইরা আমার পেছনে পেছনে আমাদের বাসার বাথরুমের দরজা পর্যন্ত চলে আসত। বাসায় এত মানুষ আসত যে অনেককে আমাদের বাসার বাথরুমের দরজায় বসতে হতো। আমার এখনো সব স্পষ্ট মনে আছে।

আমার মামলার বিচারক ছিল বেশ খাটো। লম্বায় মাত্র পাঁচ ফুট, কিন্তু সেই দিন এই পাঁচ ফুট লম্বা বিচারকের সামনে দাঁড়ানোর জন্য একজন লোকও ছিল না। তাহলে আপনারা কি মনে করেন সব আদালতের আদালতে গিয়ে দাঁড়াবার দিন আপনার পাশে কাউকে পাবেন? পাঁচ ফুট লম্বা এক মানুষের সামনে যদি তারা দাঁড়াতে না পারে, তবে আলিমুল গাইব—যার কুরসি সমস্ত আসমান ও জমিনের চেয়েও বিশাল—তাঁর সামনে তারা কীভাবে দাঁড়াবে? তাই প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার উদ্দেশ্য যাচাই করুন। এতকিছু বলার কারণ এটাই। প্রতিটি কাজের আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কি এটা আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টির জন্য করছেন? কখনো নিজের পাশে অনেক মানুষ দেখতে পেলেও শুধু আল্লাহর ﷻ কথাই ভাবুন। সবকিছু আপনি তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই করছেন তো? কারণ, যখন বিপদ আসবে সবাই আপনার পাশ থেকে উধাও হয়ে যাবে। সেই মুহূর্তে আপনি একমাত্র আল্লাহকেই ﷻ পাশে পাবেন

আপনি আল্লাহর ﷻ হুকুম [illegible] বলবেন বিপদের মুহূর্তে ইস্তিগফারের [illegible] শুধু আপনার জন্যই এটা করছি—সর্বদা সব সময়।

হাতিম আল আসাম্ম [illegible] নামের একজন [illegible] বাগদাদে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের সাথে দেখা করতে গেলেন। হাতিম ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও প্রজ্ঞাবান। ইমাম আহমাদ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "কীভাবে আমি মানুষের কাছ থেকে শান্তিতে থাকতে পারি?" হাতিম বললেন, "তাদের দেবেন কিন্তু তাদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবেন না। তাদের সম্পদ দেবেন কিন্তু কিছু গ্রহণ করবেন না। তারা আপনাকে আঘাত করবে, আপনি পাল্টা আঘাত করবেন না। আপনার যা আছে তা দিয়ে সাধ্যমতো তাদের খিদমাত করবেন এবং কখনো তাদের কাছে কিছু চাইবেন না।" ইমাম আহমাদ বললেন, "এটা মেনে চলা তো খুব কঠিন হাতিম। এ তো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।" হাতিম বললেন, "খুব সম্ভবত তারপরও আপনি তাদের কাছ থেকে শান্তি পাবেন না।"

মানুষের সাথে চলার ব্যাপারটা এমনই। তাই এক আল্লাহর ﷻ ওপরই নির্ভর করুন এবং আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কারও মুখাপেক্ষী হবেন না, আর কারও কাছে সাহায্য চাইবেন না। আল্লাহ ﷻ ইউসুফকে ﷺ এই বিষয়টিই শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়টি শেখার জন্য ইউসুফ ﷺ কারাগারে আরও সাত বছর থাকলেন। এই শিক্ষাগ্রহণের পর, কারাগার থেকে মুক্ত হবার পর তিনি কী বলেছিলেন দেখুন। মুক্ত হবার পর তার প্রথম কথা ছিল :

وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ

'তিনি আমাকে জেল থেকে বের করেছেন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।'[১০]

কে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন? কার অনুগ্রহে আমি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছি? আমার রব, আমার রব, আমার রব। আমাদের রব!

মুক্তির কারণ হিসেবে তিনি কোনো মানবীয় কিংবা পার্থিব উপায় বা উপকরণের কথা বলেননি। হতে পারে এর পেছনে হাজারটা পার্থিব কারণ ছিল, কিন্তু তিনি শুধু এক আল্লাহর ﷻ কথাই বলেছেন। কারণ, আসলে আল্লাহই ﷻ তো তাকে মুক্তি দিলেন কোনো উকিল তাঁকে মুক্ত করেনি, আইনের ফাঁকফোকর তাঁকে মুক্ত করেনি,

---

[১০] সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০০

হতো। আমার সাথে নতুন [illegible] ছিল না। [illegible] কিছু ঘটেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন তারা আমাকে বলল, [illegible] ঢোকার অনুমতি নেই। এটা ছিল ২০০১ [illegible] গেলে খুব সম্ভবত তদন্ত আর [illegible] এসব জায়গায় ঢোকার ছাড়পত্র [illegible] কিন্তু তারা আমাকে বলেছিল, [illegible] ঢোকার অনুমোদন নেই

এ ঘটনার প্রায় এক বছর [illegible] একটি ফেডারেল (কেন্দ্রীয়) জেলের [illegible] হই। ফেডারেল জেলের ইমাম হবার জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। [illegible] কাফিরদের অত্যন্ত আস্থাভাজন হতে হয়। ফেডারেল (কেন্দ্রীয়) জেল কিংবা স্টেইট (রাজ্য) কারাগারের ইমাম হতে হলে কাফিরদের খুবই আস্থাভাজন হতে হয়, সেটা অর্জন করতে হলে আগে নিজের ঈমান পুরোপুরি ত্যাগ করতে হয়। আমি স্পষ্টভাবে [illegible] কথাগুলো আপনাদের বলছি, কারণ এ ব্যাপারটি নিয়ে স্পষ্ট আলোচনার প্রয়োজন আছে

আল্লাহর শপথ! বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায় মুসলিম বন্দীদের প্রতি মুসলিম ইমামদের চাইতে ইহুদি রাবাই ও খ্রিষ্টান পাদ্রিরা বেশি দয়ালু হয়। সুতরাং কারাগারে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া ওইসব ইমাম ও তথাকথিত মুসলিমরা আসলে কাফিরদের চেয়েও বেশি মুসলিমবিদ্বেষী। তাদের কারণে মুসলিম বন্দীদের যে কী পরিমাণ ভোগান্তি পোহাতে হয়, সেটা চিন্তাও করা যায় না। ফেডারেল জেলগুলোতে কাফিররাও যেসব অত্যাচার করা থেকে পিছিয়ে যায়, এই মুসলিমরা আগ বাড়িয়ে ওইসব নির্যাতনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়।

আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল কিশোর সংশোধনাগার, স্টেইট এবং ফেডারেল জেলগুলোতে তা'লিম দেওয়ার। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট কিশোর সংশোধনাগারে ঢোকার ছাড়পত্রই তারা আমাকে দিচ্ছিল না। কিন্তু আল্লাহর ﷻ পরিকল্পনা দেখুন! কিশোর সংশোধনাগারে তদন্ত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা একেবারে অল্প হওয়া সত্ত্বেও আমি সেখানে ঢোকার ছাড়পত্র পাইনি, অথচ হঠাৎ আল্লাহ ﷻ আমাকে বাইরের মুক্ত পৃথিবী থেকে একেবারে ফেডারেল জেলের বাসিন্দাদের মাঝখানে নিয়ে আসলেন। আর আমি দিনরাত সব সময় তাদের তা'লিম দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

আলহামদুলিল্লাহ! যেখানেই তারা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল প্রতিটি জেলেই আমি তা'লিম দিয়েছি। প্রতিটি জেলে একদল মুসলিমকে কুরআন-সুন্নাহ এবং ঈমানের

মৌলিক ভিত্তিগুলোর সাথে [illegible] করেছেন। যারা আরবিতে একটি শব্দ [illegible] কম সময়ে সম্পূর্ণ কুরআন [illegible] আমরা দিনরাত পড়াশোনা ক[illegible] পড়তাম। আমরা শিখছিলাম [illegible] যে পদ্ধতিতে সালাফ আস [illegible] এখনকার ওদের মতো না যারা [illegible] নিজেদের শাইখ ভাবা শুরু [illegible]

জেলখানার কর্মকর্তারা [illegible] হয়রানি করার চেষ্টা শুরু করল। বারবার আমাকে এক জেল থেকে অন্য জেলে পাঠাত। দুই পা আর কোমরে শেকল পরানো [illegible] কোমরের শেকলের সাথে হ্যান্ডকাফ আটকে দেওয়া। এভাবেই বসে [illegible] এক কারাগার থেকে আরেক কারাগারে নিয়ে যাওয়া হতো। দিনের পর দিন এভাবেই কাটত প্রতিটি মুহূর্ত। আপনি জানেন না আপনার পরিবারের মানুষগুলো কেমন আছে, কোথায় আছে। আপনি জানেন না বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে। এমন অবস্থায় অনেকেই প্রশ্ন করে বসে, হে আল্লাহ ﷻ কেন আপনি আমার সাথে এমন করছেন। আমার কী অপরাধ ছিল? আমি তো কেবল কুরআন পড়াচ্ছিলাম।

কিন্তু আমি কি বলতে পারি—আল্লাহ ﷻ আপনি আমার সাথে এমন কেন করলেন, আমি তো তাদের কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলাম? একজন মুমিন এ ধরনের কথা বলতে পারে না। আমরা অনেক সময়ই কোনো পরিস্থিতির পেছনে আল্লাহর ﷻ হিকমাহ অনুধাবন করতে পারি না। অনেক সময় আমাদের প্রতিকূলতা, বিপদ ও কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু এর পেছনের পরিকল্পনা, এর পেছনের হিকমাহ আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। কখনো হয়তো কোনো ঘটনার অন্তর্নিহিত হিকমাহ আপনি সাথে সাথেই বুঝতে পারবেন। কখনো হয়তো ঘটনা ঘটে যাবার কিছুদিন পর বুঝতে পারবেন। আবার হতে পারে আল্লাহর ﷻ সামনে দাঁড়াবার দিনটির আগপর্যন্ত আপনি কোনো ঘটনার অন্তর্নিহিত হিকমাহ বুঝবেন না। তাই আমাদের এমন প্রশ্ন করা উচিত না, এমন কোনো কিছু বলা উচিত না। আমার মনে হয়েছিল কোনো একটি নির্দিষ্ট জেলে থাকার চেয়ে বরং জেল থেকে জেলে স্থানান্তরই ভালো। এতে করে আমি যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে বন্দী এমন অসংখ্য মানুষকে দেখার ও তাদের সাথে মেশার সুযোগ পেয়েছি, যা অন্য কোনোভাবে আমার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হতো

না। যেখানেই যেতাম, প্রত্যেকে সেই একই [illegible] পড়াতো। কুরআন, তাওহিদ, সিরাহ ও ফিকহ প্রত্যেকবার সেই একই [illegible]। আমাকেই বলতে— আমাদের এ সিলেবাসটি লিখে দিন, যাতে আপনি চলে গেলে ও আমরা এটা চালিয়ে যেতে পারি।

একটা পর্যায়ে তারা আমাকে সলিটারি কনফাইনমেন্ট বা নির্জন কারাবাসে দিলো। নয় মাস একাকী একটি ছোট্ট সেলে কাটালাম। কেন আমাকে এই শাস্তি দেওয়া হলো? কারণ, "এই লোককে ইসলাম শেখাতে দেওয়া যাবে না"। আমাকে যে জেলে রাখা হয়েছিল সেখানকার সলিটারি সেলগুলো ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জঘন্য সলিটারি সেলগুলোর অন্যতম। কারণ, জেলটি বানানোর সময় সলিটারি সেল রাখার পরিকল্পনা ছিল না। কারাগারটি ছিল ১৯৩০ এর দিকে বানানো পুরোনো ধাঁচের বিল্ডিং। এমনিতেই এখানে থাকা ছিল বেশ কঠিন, আর এ জেলের সলিটারি বা নির্জন কারাবাসের জন্য নির্মিত অংশের অবস্থা ছিল আরও জঘন্য।

কোন অপরাধে আমাকে এমন একটি জায়গায় রাখা হলো? কারণ, আমি অন্যান্য কয়েদিদের ইসলাম শেখাচ্ছিলাম। আর আমাকে সলিটারিতে রাখার জন্য যে ব্যক্তি জেল কর্তৃপক্ষকে উসকানি দিয়েছিল এবং আমার সম্পর্কে লিখিত রিপোর্ট দিয়েছিল, সে ছিল একজন মুসলিম এবং কারাগারের ইমাম। আল্লাহর শপথ, ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মযাজকেরাও এই মুসলিম ইমামের চেয়ে আমার ব্যাপারে বেশি সমব্যথী ও অনুতপ্ত ছিল। সে আমার বিরুদ্ধে উসকানি দিত, নির্যাতন চালাত আবার দিনশেষে বলত, সে একজন সালাফি।

এই জেলে এমন কিছু গার্ড ছিল যারা এর আগে অ্যামেরিকান বাহিনীর হয়ে ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধ করেছে। এদের অনেকেরই যুদ্ধের বিভিন্ন তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। এরা মুসলিম বন্দীদের ওপর ঝাল ঝাড়তে চাইত। অথচ এই গার্ডরাও এই তথাকথিত মুসলিম ইমামকে বলত আমাকে আর আমার বাবাকে যন্ত্রণা দেওয়া বন্ধ করতে। আমাদের প্রতি এই লোকের আচরণ এতটাই খারাপ ছিল যে, ইহুদি র‍্যাবাই আর খ্রিষ্টান পাদ্রিরাও একপর্যায়ে তার সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানায়। অথচ এই ইমাম একবার নিজ থেকেই আমাকে জানিয়েছিল তার সাবেক স্ত্রী ও মেয়ে এক সময় আমার বাবার বেশকিছু ক্লাস এবং আমার দুটো ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছিল। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি অমুককে চেনো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন সে বলল, এই দুই জন তার সাবেক স্ত্রী ও মেয়ে এবং তারা আমার ছাত্রী ছিল। সুবহানাল্লাহ! অথচ এই মুসলিম ইমামই জেল কর্তৃপক্ষকে বলেছিল যে, জেলে

আমাকে [illegible]
কর্তৃপক্ষ আমাকে [illegible]

এ গল্প বলার [illegible] এক নির্জন
[illegible] কিন্তু
আলহামদুলিল্লাহ [illegible]
দুটো খুব [illegible]
বয়সেও তাঁকে [illegible]

নির্যাতন সহ্য [illegible]
আত্মহত্যার [illegible] ভাইটি [illegible]
যান, আলহামদুলিল্লাহ [illegible] — এ [illegible] কোনো [illegible]
বলার প্রয়োজন [illegible] এবং এ রকম
অন্যান্য ভাইদের [illegible] মুক্তি ত্বরান্বিত করুন।

সলিটারি সেলে থাকা [illegible] সেল সম্পর্কে
কিছুটা ধারণা দিই। সেলটা আকারে [illegible] একটি বেড, একটি কমোড আর
একটি বেসিনসহ পুরো সেল আকারে একটি [illegible] বিছানার। কুইন সাইজ
বেড। চেয়েও ছোট। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ছোট সেলের ভেতরে দিনের তেইশ
কিংবা পুরো চব্বিশ ঘণ্টাই কাটাতে হতো। শীতের কবল থেকে বাঁচার কোনো উপায়
ছিল না। গরমকালেও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এই সেল ব্লকে
মোট বিশ জনের মতো কয়েদিকে রাখা হতো। প্রত্যেকের জন্য আলাদা সেল। যে নয়
মাস আমি সেখানে ছিলাম, এর মাঝে সেখানকার দুজন বন্দী মারা গিয়েছিলেন।
সলিটারি সেলে থাকাটা ছিল এতটাই কঠিন।

যা হোক, ভাইটি আত্মহত্যার চেষ্টা করায় জেল কর্তৃপক্ষ বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।
তারা ভয় পাচ্ছিল হয়তো তারা কোনো আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে যাবে আর তখন
তদন্তের জন্য বাইরে থেকে বিভিন্ন সংস্থা আসবে। এ মুসলিম ভাইটি তাদের বলল –
আমাকে যদি শাইখ আহমাদের সাথে রাখা না হয়, আমি আবারও আত্মহত্যার চেষ্টা
করব। এবার তাকে নিয়ে মোটামুটি সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। ওয়ার্ডেন,
ক্যাপ্টেন ও লেফটেন্যান্ট সবাই মিলে আলোচনায় বসল। তারা বলল— আমরা এই
লোককে সলিটারি সেলে রেখেছি যেন সে কাউকে দাওয়াহ দিতে না পারে, অথচ

[12] দ্বীনের কোনো বিষয়ে নয়

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀

[illegible], মুশরিক ও [illegible] [illegible] সীমারেখা স্পষ্ট [illegible] অনুপ্রবেশ করা সব ধরনের [illegible] ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। [illegible] তাঁকে সালাফদের মাঝেই [illegible] মোট সাত দফায় নবি [illegible] সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ বছর তিনি কারাগারে কাটিয়েছিলেন এবং কারাগারেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন

প্রতিবারই তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল শত্রুদের দ্বারা। শত্রুরা তিনটি কারণে তাঁকে বন্দী করেছিল—হিংসা, শাসক ও ক্ষমতাশীলদের নৈকট্য পাবার আকাঙ্ক্ষা, অথবা সত্যকে মেনে নিতে তাদের অপারগতা। তাঁর সাথে তর্কবিতর্কে পেরে উঠতে না পেরে শেষ অবলম্বন হিসেবে তারা চাইত তাঁকে কারারুদ্ধ করতে। আজও আমাদের চারপাশে অনেক আলিম একই আচরণ করে, তারা আজও একই কৌশল অবলম্বন করছে এবং ভবিষ্যতেও এমনটাই করবে। গোমরাহি ছড়াতে ইচ্ছুক বিদ্বেষপূর্ণ আলিমগণ যখন দলিলের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে না, তখন যেকোনো মূল্যে নিজেদের রাস্তা পরিষ্কার করার চেষ্টা করে। তাদের যখন বলা হয়, "এসো, আমরা মানুষের সামনে আকিদাহ ও আকিদাহ নিয়ে তোমাদের বিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তি নিয়ে বিতর্ক করি"—তারা শাসক ও ক্ষমতাশীলদের চাপ দেয়, তাদের প্রতিপক্ষকে বন্দী ও ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য। 'ইলমের ঘাটতি ও অক্ষমতার কারণে হকপন্থীদের মুখোমুখি হতে তারা রাজি হয় না। কারণ, তারা ইলমের মিসকীন। প্রকৃত ইলম কী, তারা জানে না

[illegible]

আমিরের সাথে তখন শুধু ইবনু তাইমিয়্যাহ ও তাঁর সঙ্গে থাকা যে কজন ফিরে আসছিলেন। এ সময় তারা আসসাফ ও তাকে আশ্রয় দেওয়া মানুষ লোকটিকে আসতে দেখলেন। বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল এবং একপর্যায়ে আসসাফের সাথে থাকা মুসলিম লোকটি [illegible] মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলল, "এই খ্রিষ্টান লোকটি তোমাদের চেয়ে ভালো!" ব্যস, সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল দুদলের মধ্যে পাথর ছোড়াছুড়ি ও মারামারি। আসসাফ ও তার আশ্রয়দাতা জানে বেঁচে গেলেও বেদম মার খেলো। এ ঘটনার জন্য দায়ী করা হলো ইবনু তাইমিয়্যাহ ও আল ফারিকিকে। তাঁদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো এবং তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানো হলো। অন্যদিকে খ্রিষ্টান লোকটিকে ছেড়ে দেওয়া হলো, কারণ বন্দী হবার পর সে দাবি করেছিল সে মুসলিম হয়ে গেছে।

ইবনু তাইমিয়াহর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো কী ছিল?

সহিংসতা, গোলযোগ সৃষ্টি, বেআইনিভাবে আক্রমণ, হত্যাচেষ্টা—আজকের আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোকে এ ধরনের অনেক নাম দেওয়া যেতে পারে। গভর্নর, শাসকগোষ্ঠী ও জনগণ ইবনু তাইমিয়্যাহর বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ ছড়িয়েছিল আর এসব শুনে মূর্খরা বলাবলি করত, "ওহ! তিনি তো ওই লোককে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন, তাই তাকে দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছে"।

পরে আমির নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হন। তিনি ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং তার বন্ধু আল ফারিকির কাছে ক্ষমা চান এবং তাঁদের মুক্ত করে দেন। এই ঘটনার ঠিক পর পরই জানা গেল, আসসাফ আর তার ভাগ্নের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, আর একপর্যায়ে তার ভাগ্নে তাকে হত্যা করেছে। এ ঘটনার পর মানুষ বলতে শুরু করল, এটা হলো ইবনু তাইমিয়্যাহর উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের প্রমাণ। কারণ, আসসাফ ইবনু তাইমিয়াহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছিল। সে ইবনু তাইমিয়্যাহর ক্ষতি করতে চেয়েছিল, তাই আল্লাহ ﷻ ভাগ্নের হাতে তার মৃত্যুর মাধ্যমে এর সমুচিত জবাব দিয়েছেন।

সুতরাং [illegible] অমঙ্গল কামনা করছিল। সে সময় [illegible] কয়েকজন সমর্থক ছিল।

মুক্তির পর অন্যায়ভাবে [illegible] আবদুল্লাহ আল্লাহর ﷻ [illegible] বললেন, 'বরং বলো [illegible] আল্লাহ, [illegible] করুন। তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করো না, বরং [illegible] করো।" ইবনু তাইমিয়াহ ছিলেন এমনই [illegible]

৭০৭ হিজরিতে ইবনু তাইমিয়াহ [illegible] ওপর লিখিত একটি বইয়ের কারণে তাঁকে [illegible] দলবেঁধে শাসকদের কাছে গিয়ে ইবনু তাইমিয়াহ [illegible] শুরু করে। প্রথমবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল [illegible] দ্বিতীয়বার আল্লাহর ﷻ অবমাননা, [illegible] রাসুলুল্লাহর ﷺ অবমাননার অভিযোগ।

ভ্রান্ত সুফিরা সব সময় প্রশাসনের পদলেহনে ব্যস্ত থাকে। আজকেও এমন লোকের সংখ্যা অনেক। এসব লোক সব সময় মিথ্যাবাদী হয়। যখন যে সরকার আসে এরা সেই সরকারের তোষামোদ করে, ফলে সরকারের কাছ থেকে এরা আদর-যত্ন পেয়ে থাকে। সরকারগুলোর কাছে আর কোনো গোষ্ঠী সুফিদের মতো প্রিয় না। কারণ আকিদাহ, শরয়ি জ্ঞান, আল্লাহ ﷻ ও রাসুলের ﷺ ব্যাপারে সঠিক বিশ্বাস —কোনো কিছুই তাদের মাঝে নেই।

হিশাম কাব্বানি[19] অ্যামেরিকায় কী করেছিল মনে করে দেখুন, ১৯৯৯ সালেই কাব্বানি অ্যামেরিকান সরকারকে বলেছিল, অ্যামেরিকার আশি শতাংশ মসজিদ "চরমপন্থীরা" নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে যা ঘটছে, যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে, তারও আগে থেকে সে অ্যামেরিকান সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছিল সব মসজিদ বন্ধ করে দেওয়ার। সে সরকারকে বলেছিল, যুক্তরাষ্ট্রে যেসব মুসলিমরা থাকে, তারা চরমপন্থী। ২০০১-এর ঘটনার আগেই সে অ্যামেরিকার মুসলিম সম্প্রদায়কে সন্দেহ আর

---

[18] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট গায়েবি সাহায্য কামনা করা।

[19] বর্তমানে অ্যামেরিকায় বসবাসরত লেবানিজ সুফি। তার পূর্বসূরিদের মতোই কাব্বানি কাফির ও শাসকগোষ্ঠীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কাব্বানির একটি ফতোয়া অ্যামেরিকান সামরিক বাহিনী নিজ উদ্যোগে অনুবাদ করে ইরাকে মোতায়েন করা অ্যামেরিকান সেনাদের মাঝে বিলি করেছে।

[illegible] রয়েছে।

আপনার কী মনে হয় ইবনু [illegible] সত্তা ছিল? এমনই [illegible] মানুষের সামনে ইবনু [illegible] এই লোক মাত্র আল্লাহর [illegible] আর এখন সে রাসুলুল্লাহর [illegible] এমন লোককে সমর্থন করা সম্ভব।"

আপনাদের কী ধারণা, [illegible] ইবনু [illegible] হলেন [illegible] সংরক্ষণকারী এক মহান [illegible]? এমন একজন [illegible] ব্যক্তি যিনি মুসলিম জনসাধারণকে শিরক থেকে দূরে রাখতেন? তারা কি তাঁকে ইবরাহিমের عليه السلام অনুসারী বলেছিল? ইবরাহিম عليه السلام বাস্তবে মূর্তি ভেঙেছিলেন, ধ্বংস করেছিলেন আর ইবনু তাইমিয়্যাহ ইবরাহিমের عليه السلام অনুসৃত সেই শিরকমুক্ত বিশুদ্ধ তাওহিদকে পুনর্জীবিত করছিলেন। তিনি তাঁর বইয়ে বলছিলেন — তাওহিদ হচ্ছে গাইরুল্লাহর কাছে এমন কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা যা কেবল আল্লাহর ﷻ কাছ থেকেই চাওয়া যায়। বিশ্বব্যাপী তাঁর 'কুকীর্তি'র খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতিপূর্বে তিনি আল্লাহর ﷻ প্রতি অবমাননার দায়ে জেল খেটেছেন, এবার রাসুলুল্লাহর ﷺ প্রতি অবমাননার কারণে গ্রেফতার হয়েছেন— তাদের কৌশলী মিডিয়া প্রপাগান্ডার কারণে ইবনু তাইমিয়্যাহর সম্পর্কে অধিকাংশের ধারণাই ছিল এমন।

হিজরি ৭০৭ সালে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ চতুর্থবারের মতো বন্দী হন। আগেরবারের বন্দিত্ব থেকে তিনি মুক্তি পাবার পর থেকেই সুফিরা ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল। নাসর আল মানবাযি নামের হুলুলের[২০] আকিদাহয় বিশ্বাসী এক লোক তৎকালীন শাসক আল হাকিম আল-জাশনকিরের কাছে গিয়ে বলল, আপনি এই লোককে কারাগারে বন্দী করে রাখুন। কোনো অভিযোগ ছাড়াই, কোনো তদন্তের আগেই তাঁকে বন্দী করা হলো। কারণ, তিনি "একজন বিপজ্জনক লোক" অথচ তিনি কোনো অপরাধ করেননি।

যারা নিজেদের হীনতা ও নীচু মানসিকতাকে স্বীকার করতে পারে না, যারা স্বীকার করতে পারে না যে তারা ডলারের মোহে ইসলামের বদলে কুফর প্রচার করে

---

[২০] এই আকিদাহ বা বিশ্বাসের মূলকথা হচ্ছে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিদ্যমান। নিশ্চয়ই তার' যা বলে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র এবং বহু ঊর্ধ্বে।

[illegible]

[illegible] লাগাতে চাচ্ছিলেন। [illegible] সাহায্য করেছিল। নাসিরের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করছিল এবং সে চাচ্ছিল ইবনু তাইমিয়্যাহকে সম্পৃক্ত [illegible] যে, তাদের দুজনের শত্রু একই। আর [illegible] সে ভেবেছিল, বিরোধীদের শিরশ্ছেদ করার জন্য [illegible] ক্ষমতাচ্যুত করার কারণে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে [illegible] হত্যা করাতে চাচ্ছিল। আর সে ভেবেছিল ইবনু তাইমিয়্যাহর কাছ থেকে এর বৈধতা আদায় করে নেবে, কারণ এই লোকগুলোই ইবনু তাইমিয়্যাহকে কারাগারে পাঠিয়েছিল। অর্থাৎ ইবনু তাইমিয়্যাহর প্রতি তার প্রস্তাব ছিল— "আমাদের দুজনের শত্রু এক। আমার হাতে তলোয়ার আছে, কেবল আপনার ফাতওয়ার অপেক্ষা।"

নাসির ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কালাউন তার প্রতিশোধের বৈধতার জন্য ইবনু তাইমিয়্যাহকে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর মতো পর্বতসম মহিরুহরা শাসকদের দ্বারা প্রভাবিত হন না। যদিও তাদের শত্রু অভিন্ন ছিল, তবুও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ইবনু তাইমিয়্যাহর মনে তাঁর বিরোধিতাকারীদের জন্য কোনোরকম প্রতিহিংসা, প্রতিশোধস্পৃহা কিংবা বিদ্বেষ ছিল না। আর এমন অনুভূতি লালন করা ইবনু তাইমিয়্যাহর মতো মানুষের শোভা পায় না। তারা তাঁর সাথে যত কিছুই করুক না কেন, ইবনু তাইমিয়্যাহ জবাবে এমন কখনোই করবেন না। আর এটাই ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহকে তাঁর সময়ের মহান মহিরুহে পরিণত করেছিল। এ কারণেই তিনি শাইখুল ইসলাম নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। যে পরিচয় আজ পর্যন্ত বহাল আছে।

পুরো দৃশ্যটি একবার কল্পনা করুন। পরিস্থিতি হঠাৎ পুরোপুরি উল্টে গেছে। শাসক এখন ইবনু তাইমিয়্যাহর পক্ষে। সুলতান তাঁকে বলছেন, আমার কেবল আপনার কাছ থেকে একটা ফাতওয়া প্রয়োজন, আর সাথে সাথে এদের মাথাগুলো ধুলোয় লুটাবে। অথচ ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বললেন, এঁরা সবাই শীর্ষস্থানীয় আলিম, এঁদের কেউ কেউ আপনার সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এঁদের চেয়ে উত্তম কাউকে আপনি খুঁজে পাবেন না। আর তাঁরা আমার সাথে যা কিছু করেছেন, সবকিছু আমি মাফ করে

দিয়েছি। [illegible] কারাগারে পাঠিয়েছিল, তিনি তাদের প্রশংসা করলেন।

তাঁর সমকালীন মালিকি মাযহাবের একজন প্রধান আলেম ছিলেন [illegible] মাখলুফ। এক সময় ইবনু তাইমিয়্যাহর [illegible] তিনি [illegible] ফাতওয়াহ দিয়েছিলেন এবং ইবনু তাইমিয়্যাহর [illegible] উপলব্ধি করেছিলেন। [illegible] এ বক্তব্যের পর ইবনু মাখলুফ বলেছিলেন, "ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ [illegible] জীবন বাঁচিয়েছিলেন অথচ [illegible] ইবনু তাইমিয়্যাহর মতো কোনো মানুষ আমরা দেখিনি। [illegible] ছিল আমরা তাঁর ক্ষতি করবার এবং তাঁকে বন্দী করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম। [illegible] সাহায্যে, আমরা খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু যখন ইবনু তাইমিয়্যাহ ক্ষমতা পেলেন, যখন তাঁর একটি কথা আমাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, তখন তিনি আমাদের জীবন ভিক্ষা দিলেন।" মনে রাখবেন এ কথাগুলো এমন একজন ব্যক্তি বলেছেন, যিনি এক সময় ইবনু তাইমিয়্যাহকে বন্দী করিয়েছিলেন।

নতুন সুলতান ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহকে দারস, দারবিস চালিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দিলেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর কোনো বাধা ছিল না। এ সময়টা ছিল তাঁর শিক্ষকতা জীবনের স্বর্ণযুগ, তিনি ব্যাপক পরিসরে জনসাধারণের মাঝে দাওয়াহ শুরু করলেন। এ পুরো সময়টা জুড়েই অন্যান্য আলিমদের হত্যার ব্যাপারে ফাতওয়া দেওয়ার জন্য সুলতান বারবার তাঁকে অনুরোধ জানাতে থাকলেন। কিন্তু ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ প্রতিবার দৃঢ়ভাবে সাথে তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ সব সময় বলতেন, আমি নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করি না, কিন্তু যে আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহর ﷺ সাথে অপরাধ করবে, আল্লাহ অবশ্যই তার বদলা নেবেন।

৭২০ হিজরিতে ষষ্ঠবারের মতো ইবনু তাইমিয়্যাহ কারারুদ্ধ হন। তালাকের ওপর একটি ফাতওয়ার কারণে তাঁকে বন্দী করা হয়, তাঁকে ছয় মাস বন্দী করে রাখা হয় তালাকের ব্যাপারে একটি ফাতওয়া দেওয়ার মতো অর্থহীন তুচ্ছ বিষয়ের অজুহাত দেখিয়ে। আপনারা কি মনে করেন, তালাকের মতো ব্যাপারে ফিকহি মতপার্থক্যের কারণে কাউকে বন্দী করা হয়? তাও এমন একটি মতের কারণে যে মত আগেকার অনেক আলিমও পোষণ করতেন? আসলে অজ্ঞরাই এমনটা মনে করে, আর এটা হলো ইতিহাসের ব্যাপারে তাদের ভাসাভাসা ধারণার ফল। বাস্তবতার ব্যাপারে অজ্ঞ হলে আপনিও মনে করবেন যে, তিনি জেলে গিয়েছিলেন তালাকের ব্যাপারে ফাতওয়ার কারণে।

সপ্তম ও শেষবারের মতো [illegible] ৭২৬ হিজরিতে তাঁকে দামেস্কে বন্দী করে রাখা হয় এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ আল-ইখনায়ি নামের এক লোকের [illegible] দেওয়া [illegible] এ ছাড়াও তিনি [illegible] দেন যে তিনটি মসজিদ[২১] ছাড়া আর কোনো জায়গার উদ্দেশ্যে সওয়াবের নিয়তে (ইবাদত হিসেবে) সফর করা যাবে না। পরবর্তী সব ইমামের মত একে একটি মতকে সঠিক গণ্য করে তিনি এ ফতওয়া দিয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনি ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমাদের ওই মতও উল্লেখ করেছিলেন, যেখানে তারা তিনটি মসজিদ ছাড়াও সফরের বৈধতার কথা বলেছেন। তবে নিজে হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এ ক্ষেত্রে ইমাম মালিকের মতকে গ্রহণ করেছিলেন আর এ কারণেই তাঁকে কারাবরণ করতে হয়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর ছাত্র ইবনুল কাইয়িম এ বন্দিত্বের সময়ে তাঁর উস্তাদের কাছ থেকে অনেক উপকৃত হন। তালাকের ফতওয়ার মতো এবারও ফতওয়া ছিল অজুহাতমাত্র। ইবনু তাইমিয়্যাহকে বন্দী করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। মানুষের কাছ থেকে দূরে রাখার জন্য তাঁকে কারাগারে পাঠানো হলো, কিন্তু সেখানেও তিনি দাওয়াত ও তাজদিদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন তারা দেখল যে এতেও কোনো লাভ হচ্ছে না, তখন তাঁকে সলিটারি বা নির্জন কারাবাস দেওয়া হলো। নির্জন কক্ষে বসেই ইবনু তাইমিয়্যাহ লেখালেখি চালিয়ে গেলেন। তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল কারারক্ষীরা গোপনে তাঁর ছাত্রদের কাছে এ লেখাগুলো পৌঁছে দিত।

শেষ বন্দীজীবনে তিনি অনেকগুলো বই লেখেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর ছাত্রদের কাছ থেকে জানা যায়, তিনি সব সময় স্মৃতি থেকে লেখতেন। তাঁর লেখা এত এত বইয়ের এতগুলো খণ্ডে যত তথ্য আছে, সব তাঁর স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে লেখা। তাঁর কাছে ইন্টারনেট ছিল না, সহায়িকা হিসেবে কোনো লাইব্রেরিও ছিল না। এ তথ্যভান্ডার, এ ইলমের পুরোটাই ছিল তাঁর মস্তিষ্কে সঞ্চিত।

নির্জন কারাবাসও তাঁকে আটকাতে পারল না। তিনি লেখালেখি অব্যাহত রাখলেন। তাঁর লেখা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছে যেতে থাকল। শাসকরা আদেশ জারি করল—ইবনু তাইমিয়্যাহর কাছে লেখার কাগজ-কলম যা কিছু আছে, সব ছিনিয়ে নেওয়া হোক। তাঁকে যেন লেখালেখির কোনো সুযোগ না দেওয়া হয়।

---

[২১] মসজিদ আল হারাম, মাসজিদ আন নববী, মসজিদ আল আকসা।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, "এতদি[illegible]
দরজা লাগিয়ে দিত, তাঁর চে[illegible]

فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ

'অতঃপর উভয় দলের মাঝে দাঁ[illegible] হবে একটি প্রাচীর, যার দরজার ভেতরে থাকবে রহমত [illegible] বাইরে থাকবে আযাব।'[২৩]

যেই দিন মুনাফিক[illegible] কিছু আলো দাও [illegible] ফিরে যাও এবং [illegible] উপহাস করবে। আর [illegible] প্রাচীর দিয়ে দেওয়া হবে, যার [illegible]

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ বলছেন, আমার এ [illegible] ভেতরে আছে রহমত আর এর বাইরে হলো আযাব। তোমরা অন্ধকারের মধ্যে আছো কিন্তু আমি তো আছি রহমতের মাঝে। তোমরা যখন সেলের দরজা লাগিয়ে দাও, আমার এ অন্ধকার কারাকক্ষেই আমি যেন সেই রহমত ও জান্নাতকে অনুভব করি। ইবনু তাইমিয়াহ তাদের বোঝাতে চাচ্ছিলেন, তোমরা যদি এই অনুভূতি সম্পর্কে জানতে তবে তোমরা আমার অবস্থানে থাকার কামনা করতে। যারা আমার দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছো, তোমরাই তো মূলত আযাবের মাঝে অবস্থান করছ। এটাই ছিল ওই আয়াত উচ্চারণের মর্মার্থ। তোমরা ভাবছ আমাকে শাস্তি দিচ্ছ, কিন্তু এ কারাগারের মধ্যেই আছে আমার কাঙ্ক্ষিত রহমত, আমার হৃদয়ের সুখ ও প্রশান্তি।

তিনি তাদের বলতেন,

مَا يَصْنَعُ بِي أَعْدَائِي؟ إِنَّ جَنَّتِي وَبُسْتَانِي فِي صَدْرِي

শত্রুরা আমার কী ক্ষতি করবে? আমার জান্নাত তো আমার হৃদয়ে,

إِنَّ فِي الدُّنْيَا جَنَّةً مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَا يَدْخُلُ جَنَّةَ الْآخِرَةِ

---

[২৩] সূরা আল হাদিদ, ৫৭ : ১৩

[illegible] ছা যে এই জান্নাতে [illegible] পরকালীন [illegible]তেও প্রবেশ করবে না।[২৪]

[illegible] পরিতৃপ্তিই হচ্ছে দুনিয়ার জান্নাত।

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

'আল্লাহর [illegible] এবং [illegible] আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন।'[২৫]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ [illegible] শেষ বক্তব্য লিখেছিলেন কয়লা দিয়ে। মৃত্যুর দুই কি তিন মাস আগে সহজ-সরল, সংক্ষিপ্ত একটি বক্তব্য। তিনি লেখেন,

"আমার প্রকাশিত লেখনীর কারণে তারা আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তারা চায় না এগুলো মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক। আল্লাহ আমার কাজগুলো ছড়িয়ে দেবার মাধ্যমে আমার ওপর দয়া করেছেন আর এটি আল্লাহর তরফ থেকে আমার প্রতি নাযিলকৃত শ্রেষ্ঠ রহমতগুলোর একটি। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোর ব্যাপারে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ, তাই আমি তোমাদের যে ইলম শিখিয়েছি, তা সবার মাঝে ছড়িয়ে দাও।"

তারপর এই বাক্যে তিনি তাঁর বক্তব্যের সমাপ্তি করেন :

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ

'যা কিছু কল্যাণ, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে আর যা কিছু অকল্যাণ তা হয় আপনার নিজের পক্ষ থেকে।'[২৬]

এটাই ছিল তাঁর শেষ লেখা। মৃত্যুর প্রায় এক মাস আগে ইবনু তাইমিয়্যাহকে বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়, বন্ধ করে দেওয়া হয় সব ধরনের

---

[২৪] আল ওয়াবিলুস সাইয়িব মিনাল কালিমিত তাইয়িব ১ ৬৭

[২৫] সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪ : ১১

[২৬] সূরা আন নিসা, ০৪ : ৭৯

[illegible]

'আমার মনে হয় [illegible] পালন [illegible]

ব্যক্তিজীবনে ইবনু [illegible] ছিল না, ছিল না কোনো জমি, বাড়ি, সম্পদ [illegible] মসজিদের পাশে এক কামরার ছোট্ট একটা [illegible] ঘুম [illegible] কাছে ভালো খাওয়াদাওয়ার অর্থ ছি[illegible] তাঁর পোশাক বলতে ছিল দুটো জোব্বা। এর মধ্যে একটি [illegible] করে দিন, বাকিটা [illegible] তিনি কাটিয়ে দেন [illegible] দুঃখ, কষ্ট ও দুর্ভাগ্যের পরও, কারাগারের অন্ধকারে [illegible] — আমার জান্নাত তো আমার হৃদয়ে। আমাকে [illegible] বন্দিত্ব আমার জন্য নির্জনে আল্লাহর [illegible] আমার জন্য ভ্রমণ, আল্লাহর সৃষ্টি দেখার সুযোগ।

সব মিলিয়ে তিনি সাতবার কারারুদ্ধ হন, আর কারাগারে মোট পাঁচ বছর কাটান এবং কারাগারেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই হলো ইবনু তাইমিয়্যাহ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ।

মানাকিব ইবনু তাইমিয়্যাহ-তে আবু হাফস আল-বাযযার [illegible] বলেছেন, "শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহর প্রতি তাঁর নিজ ভাইয়ের চেয়ে বেশি অনুগত আমি আর কাউকে দেখিনি।" তিনি যেখানেই যেতেন ভাইকে সাথে নিতেন এবং তাঁর পার্থিব বিষয়াদির দেখাশোনা তাঁর ভাই-ও করতেন। এ ছাড়া তাঁরা একসাথে জেলেও ছিলেন। তিনি সব সময় শাইখের কাছে এমনভাবে বসতেন, এমন গভীর মনযোগ, শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্থির হয়ে তাঁর কথা শুনতেন, যেন তার মাথায় কোনো পাখি বসে আছে। শ্রদ্ধার আধিক্যের কারণে দেখে মনে হতো তিনি শাইখকে ভয় পাচ্ছেন। যদিও এটা ছিল শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ। এতে অন্য ছাত্ররা অবাক হতো।

সাধারণত একই পরিবারের লোকেরা পরস্পরের সান্নিধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তাদের নিজেদের মধ্যেকার আচরণে অতটা সৌজন্যমূলক গাম্ভীর্য কাজ করে না, যেটা বাইরের লোকদের বেলায় হয়ে থাকে। আত্মীয়দের মাঝে, বিশেষ করে ভাইদের সম্পর্ক সহজ ও খোলামেলা হয়। অথচ ইবনু তাইমিয়্যাহর ভাইকে দেখে মনে হতো, শাইখের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছাত্রদেরও হার মানিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে ইবনু তাইমিয়্যাহর ভাই বলতেন, "আমি তাঁকে যেভাবে চিনি অন্য কেউ তাঁকে সেভাবে

[illegible] *আর রাদ্দুল ওয়াফির*, ৪২

[illegible] ... প্রশ্ন [illegible] ... এমন অদ্ভুত [illegible] ... স্বাদ উপভোগ করে থাকে [illegible] ... এই আনন্দ উপভোগ করে না [illegible] ... দুনিয়াতেই [illegible] ... তাই ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন, যে এই দুনিয়ার জান্নাতে প্রবেশ করে না, সে পরকালীন জান্নাতেও প্রবেশ করবে না। ইবনু হাজার [illegible] ... তাকরিযে মন্তব্য করেছেন,

"*ইবনু তাইমিয়্যাহর জনপ্রিয়তা সূর্যের উজ্জ্বলতার চেয়েও বেশি মনে হয়। নিজ সময়ে তিনি ছিলেন শাইখুল ইসলাম, এবং আজও তিনি শাইখুল ইসলাম আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। অজ্ঞ ও ইনসাফহীন লোক ছাড়া আর কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না।*"[৩৩]

এ উক্তির শত শত বছর পর আজ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, ইবনু হাজার সত্যই বলেছিলেন। আজও ইবনু তাইমিয়্যাহ শাইখুল ইসলাম। আর অজ্ঞ ও ইনসাফহীন লোক ছাড়া আর কেউ তা অস্বীকার করবে না। তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ যার জীবন কেটেছে কারাগারে। আল হাফিজ আশ শাহির আলামুদ্দিন আল বারযালি ﷺ তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন

একমাত্র আহমাদ ইবনু হাম্বল ছাড়া আর কারও জানাযায় ইবনু তাইমিয়্যাহর জানাযার মতো এত মানুষ দেখা যায়নি।

এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আহমাদ ইবনু হাম্বল বাগদাদে ছিলেন এবং সেখানকার জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল।[৩৪]

কে ইবনু তাইমিয়্যাহকে চেনে না? তিনি ইসলামের হেফাযত করেছিলেন, তাই আল্লাহ ﷻ তাঁর নাম ও এর স্মরণকে হেফাযত করেছেন। তাঁর ইলম আজও বহমান। বিশ্বজুড়ে তালিবুল ইলমগণ এবং উম্মাহর সাধারণেরা প্রতিদিন কতবার তাঁর নাম উচ্চারণ করে এবং তারপর বলে, রহিমাহুল্লাহ—আল্লাহ ﷻ তাঁর ওপর রহম করুন। তাঁর সমযকার অন্যান্য যেসব আলিম ছিলেন, যাদের আধিপত্য ছিল, যারা জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁদের নাম কিন্তু আজ খুব কমই স্মরণ করা

---

[৩৩] আশশাহাদাতুয যাকিইয়াহ, ৭২

[৩৪] আশশাহাদাতুয যাকিইয়াহ, ৭২

ইমাম আবু হানিফা رحمه الله

ইউসুফের [illegible] ইমাম [illegible] মহান এই ইমামকে [illegible] একটি ছিল খারিজিদের [illegible] হয়েছিলেন, সেগুলোর [illegible] ছিল না। খারিজিদের [illegible] ছাড়াও উমাইয়্যাহ ও আব্বাসি [illegible] তিনি পরীক্ষায় পড়েছিলেন।

একবার দাহহাক ইবনু কাইস আশ শাইবানি নামে এক খারিজি দলবল নিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হয় এবং তাঁকে বন্দী করে, উসমান [illegible] ও মুয়াবিয়ার [illegible] ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফার [illegible] অবস্থানের কারণে এই খারিজি তাঁকে তাওবা করতে বলে। কিন্তু আবু হানিফা তাঁর নিজ মতের ওপর অটল থেকে বিতর্ক চালিয়ে যান। অবশেষে তার মেনে তারা তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

আরেকবার খারিজিরা তাঁর কাছে এসে বলল, "হে আবু হানিফা, আমরা দুটো লাশ নিয়ে এসেছি। এদের একজন ছিল পতিতা এবং অন্যজন মারা গেছে অতিরিক্ত মদপানের কারণে"।

আদি খারিজিদের আকিদাহ ও মূলনীতি হলো, কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির।[৩৫] কোনো মুসলিম যদি কবিরা গুনাহ করে, তাহলে সে কাফির। তারা চাচ্ছিল আবু হানিফা যেন ওই দুই মৃতকে সবার সামনে তাকফির[৩৬] করেন। আবু হানিফা তাদের সাথে তর্ক শুরু করলেন। কারণ, আমাদের অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহর বিশ্বাস হলো সালাত আদায়কারী ব্যক্তি কবিরা গুনাহের ওপর মারা গেলে তাকে কাফির বলা যাবে

---

[৩৫] এটা হারুরিয়্যাহ খারিজিদের আকিদাহ। কিন্তু ইতিহাসে এমন খারিজি জামাআহও এসেছে যারা কবিরা গুনাহর কারণে তাকফির করে না। কবিরা গুনাহর ওপর তাকফির করা হারুরিয়্যাহ অর্থাৎ খারিজিদের প্রথম জামা'আহর বৈশিষ্ট্য হলেও, সাধারণভাবে খারিজিদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এমন কোনো কিছুর কারণে মুসলিমদের কাফির ঘোষণা করা, যার কারণে আহলুস সুন্নাহর মতে তাকফির করা যায় না। এটা কবিরা গুনাহ হতে পারে, সগিরাহ গুনাহ হতে পারে, কোনো ভালো আমলের জন্যও হতে পারে।

[৩৬] তাকফির : কাউকে কাফির ঘোষণা করা।

[illegible] থাকলেন।
এক সময় তারা তর্কে হার মানল এবং [illegible] ফিরে [illegible]
[illegible]

উমাইয়া শাসনামলে ইয়াযিদ ইবনু হুবাইরা [illegible] ইরাকের একজন গভর্নর ছিলেন। [illegible] শাসনের ব্যাপারে ইবনু হুবাইরাহ নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিলেন। তাই তিনি ফকিহদের নিজের দরবারে একত্র করলেন। তাদের মাঝে ছিলেন ইবনু আবি লাইলা, ইবনু শুবরুমাহ এবং দাউদ ইবনু আবি হিন্দ। প্রত্যেকেই আবু হানিফার প্রায় সমমর্যাদাসম্পন্ন আলিম ছিলেন। ইয়াযিদ তাঁদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করলেন। তাদের কাযী বানালেন। আলিমদের পেছনে তিনি উদারভাবে খরচ করতেন। বলা হয়ে থাকে, তার অধিকাংশ সম্পদ আলিমদের পেছনে ব্যয় হতো। এর কারণ হলো উম্মাহর সাধারণ মানুষেরা শাসকদের কথার ওপর ভরসা করে না। সাধারণ মানুষ আলিমদের বিশ্বাস করে, তাঁদের ওপর ভরসা করে। এ কারণে যুগে যুগে শাসকশ্রেণি আলিমদের ব্যবহার করে নিজেদের কাজের বৈধতা তৈরির চেষ্টা করে।

ইয়াযিদের ইচ্ছা ছিল আবু হানিফাকে প্রধান কাযী বানানো। তিনি তাঁকে একটি মোহরাঙ্কিত আংটি দিলো এবং বলল এতে আপনার নামে প্রশাসনিক সিল বসানো আছে। আবু হানিফা আংটি এবং পদ দুটোই গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। মনে রাখবেন, ইবনু হুবাইরাহ ছিলেন একজন মুসলিম শাসক। হতে পারে তার মাঝে কিছু দোষ ছিল, তিনি বিভিন্ন সময় জনগণের ওপর যুলুম করতেন, কিন্তু তারপরও তিনি ছিলেন একজন মুসলিম শাসক। আজকের তথাকথিত মুসলিম শাসকদের একজনেরও তার সাথে তুলনায় যাবার মতো যোগ্যতাটুকুও নেই। কিন্তু আবু হানিফা তার অধীনে চাকরি করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

ইবনু হুবাইরা বললেন, আপনি যদি এই পদ গ্রহণ না করেন, তবে আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে চাবুকপেটা করব। প্রাসাদে তাঁকে ঘিরে থাকা অন্যান্য আলিমগণ এ কথা শুনলেন। তাদের মাঝে কেউ কেউ আলিম হয়েছিলেন কেবল জীবিকা অর্জনের জন্য। কীভাবে বাসায় ফিরে নিশ্চিন্তে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, এই ছিল তাদের চিন্তা। আবার অনেকের ইচ্ছা ছিল বিভিন্ন সভা সেমিনার করে বেড়ানো আর তারপর বাড়ি ফিরে স্ত্রী-সন্তানের সাথে আরাম আয়েশে জীবন কাটানো। তারা মোটা অঙ্কের টাকা উপার্জন করতে চাইতেন। ওয়াজ, সেমিনার, বক্তৃতা ও আলোচনাসভাগুলো থেকে অল্পসল্প কিছু বাড়তি উপার্জন করতে চাইতেন তাঁরা। আর কিছু এমন আলিম ছিলেন যারা সত্যিকার অর্থে হকপন্থী। যাদের সময় কাটত ইলমের সাধনা আর

উম্মাহকে শেখানোয়। উম্মাহর ন[illegible]
বিষয়ে দায়িত্ব পালনে তাঁ[illegible]
আলিম, আর আবু হানি[illegible]

অন্যান্য আলিম[illegible] করলেন। তাঁরা বললেন, আবু হানিফা [illegible] আমরা আপনাকে কেবল যাবার কথা বলছি, [illegible] না। নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন না। [illegible] সেখানে আপনি কারাগারে যেতে বাধ্য হবেন। [illegible] এবং পরিস্থিতি শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। আবু হানিফা বললেন, 'আল্লাহর কসম! সে যদি আমাকে ওয়াসিতের মসজিদগুলোর দরজা [illegible], আমি তাও করব না। সে যদি আমাকে শুধু এটুকুও [illegible], কতটা দরজা আছে দেখুন আর আমাকে জানান—আমি তাও করব না। [illegible] কি চাইছে আমি অন্যায়ভাবে কারও মাথা উড়িয়ে দিই আর তা পর্যবেক্ষণ করি।'"

তিনি শাসকদের কাছ থেকে পদ গ্রহণ করতে চাননি। মূলত সমস্যা পদ নিয়ে ছিল না, কাযীর পদ গ্রহণ করার মাঝে অন্যায় কিছু নেই, কিন্তু আবু হানিফার ভয় ছিল শাসকদের প্রতি ভক্তি কিংবা ভয়ের কারণে হয়তো তিনি কারও ওপর অবিচার করে বসবেন আর এ জন্য তাঁকে আল্লাহর দরবারে অভিযুক্ত হতে হবে। তিনি শাসকদের কাছ থেকে, শাসকের দরজা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন শাসকের অধীনে চাকরি গ্রহণ করার মাধ্যমে, শাসকদের দরজায় প্রবেশের মাধ্যমে তিনি ফিতনায় জড়িয়ে পড়বেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন হয়তো শাসকদের দ্বারা তিনি দ্বীনের ব্যাপারে প্রভাবিত কিংবা বিভ্রান্ত হবেন। এই ছিল ইমাম আবু হানিফার অবস্থান। তাহলে বলুন বর্তমান শাসকশ্রেণির ব্যাপারে আলিমদের অবস্থান কী হওয়া উচিত?

আবু হানিফা বলেছিলেন, "আমি তোমার অধীনে মসজিদের দরজা গোনার কাজও করব না। সেখানে তোমরা আমাকে প্রধান কাযীর পদ গ্রহণ করতে বলছ?" অথচ অন্যান্য আলিমগণ সরকারি পদ গ্রহণ করলেন, তাদের মাঝে অনেক ভালো আলিমও ছিলেন। কিন্তু আবু হানিফা একে প্রত্যাখ্যান করলেন। আজ হিসেব করে দেখুন ইতিহাস কাকে মনে রেখেছে।

অথচ সেই সময়ে এই আলিমরাই ছিলেন জনসাধারণের কাছে পরিচিত নাম। মানুষ তাঁদের দিকেই তাকিয়ে থাকত। সে যুগে আজকের মতো ফেইসবুক বা টুইটার

থাকলে এই আলিমদের অসংখ্য অনুসারী ও ভক্ত ছিল। সব মসজিদের মিম্বারগুলোতে তাঁদেরই প্রশংসা আর গুণকীর্তন করা হতো। তাঁদের বই-পুস্তক ছিল সব জায়গায়। যেকোনো মসজিদে গিয়ে তাঁরা বয়ান করতে পারতেন। তাঁরা ছিলেন জনগণের কাছে সুপরিচিত। অধিকাংশ সময়েই সাধারণ জনগণ হকপন্থী আলিম আর শাসকদের অনুগত আলিমদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। কারণ, শাসকরা এসব আলিমদের পেছনে প্রচুর খরচ করে তাঁদের নামের প্রচার প্রসার ঘটায়, যাতে করে এসব আলিমদের দ্বারা নিজেদের পরিবেষ্টিত করে জনগণের চোখে বৈধতা অর্জন করা যায়, যাতে করে নিজেদের সিদ্ধান্তের সাফাই গাওয়ার জন্য এসব আলিমকে কাজে লাগানো যায়।

কিন্তু আজ তাকিয়ে দেখুন, ইতিহাস কাকে মনে রেখেছে? আজ কতজন আবু হানিফার সময়কার কাযী আবু লায়লাকে চেনে? আজকে কে চেনে তাকে? ইবনু শুবরামাহ, দাউদ ইবনু আবি হিন্দ—আপনাদের একজনও কি তাঁদের চেনেন? কেউ কি শুনেছেন তাঁদের নাম? অথচ আবু হানিফার যুগে তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় আলিম। আজ প্রায় কেউই তাঁদের চেনে না, কিন্তু আবু হানিফাকে চেনে না, এমন কে আছে?

আজ এমন অবস্থা হয়েছে, কেবল মুসলিম দেশগুলোতেই না, বরং পশ্চিমা বিশ্বেও শাসকদের হাতে এমন আলিমগণ আছে যারা তাদের নির্দেশ অনুযায়ী নতুন এক দ্বীনের প্রচলন করছে। আজ দ্বীনের আধুনিকায়ন করা হচ্ছে, শুধু তথাকথিত মুসলিম শাসকদের ইচ্ছানুসারে নয়, বরং কুফফারদের ইচ্ছানুসারে ও তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণের জন্য নির্ধারিত ইলম দুনিয়াবি স্বার্থ অর্জনের জন্য যে শিক্ষা করে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।[৩৭]

'আরফাল জান্নাহ' মানে জান্নাতের সুঘ্রাণ। এক হাদিসে এসেছে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যাবে চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে। অপর দুই হাদিসের একটিতে সত্তর বছর

---

[৩৭] আবু দাউদ, ৩৬৬৬

ও আরেকটিতে [illegible] সহিহ, এগুলো [illegible] বা স্বার্থসিদ্ধির [illegible] সতর্কবাণী

এখন চিন্তা করুন, শুধু দুনিয়ার স্বার্থসাধনের জন্য ইলম শিক্ষার পরিণতি যদি এত ভয়ানক হয়, তবে তাদের পরিণতি কী হবে যারা কুফরের নেতাদের সেবার জন্য অথবা পূর্ব ও পশ্চিমে কুফরের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইলম অর্জন করে? ইলম অর্জনের নিয়্যাত যদি অশুদ্ধ হয়, যদি আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ইলম অর্জন করা হয়, তবে সেটা কবীরা গুনাহ। শুধু ভুল নিয়্যাত রাখা যদি কবীরা গুনাহ হয়, তাহলে অর্জিত ইলম দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার পরিণাম কতটা মারাত্মক হতে পারে কল্পনা করুন।

আবু হানিফার সমসাময়িক জনপ্রিয় ও পদমর্যাদাসম্পন্ন আলিমদের আজ কেউ চেনে না বললেই চলে। যদিও তাঁদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট কিংবা মুনাফিক ছিলেন না। অনেকেই শুধু দুর্ভোগ কিংবা শাসকদের তীক্ষ্ণ নজরদারি এড়াতে সরকারি পদ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মাঝে খুব অল্পসংখ্যকই মুনাফিক ছিলেন। তবুও তাদের আজ কেউই চেনে না, কিন্তু এমন কে আছে যে আবু হানিফাকে চেনে না? তাঁদের আমলের কারণে আল্লাহ ﷻ তাঁদের ইলমের বারাকাহ উঠিয়ে নিয়েছেন। তারা হয়তো সাময়িকভাবে পরিচিত ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, হয়তো কেউ কেউ একে বারাকাহও মনে করেছিলেন, কিন্তু সময়ের আবর্তনে তা ম্লান হয়ে হারিয়ে গেছে। অথচ ইমাম আবু হানিফা ﷺ ও তাঁর ইলমের প্রতি তাকান, তাঁর ফাতওয়া, তাঁর মাযহাব আজও বিদ্যমান, আজও উজ্জ্বল।

সরকারি পদ গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণে ইমাম আবু হানিফার ওপর নির্যাতন শুরু হয়। যাকে চাবুক মারার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, ইবনু হুবাইরার কাছে গিয়ে সে বলল, আবু হানিফার অবস্থা মৃতপ্রায়। ইবনু হুবাইরা বলল, তাঁকে গিয়ে বলো যেন তিনি আমার প্রস্তাব মেনে নেন, তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে. হয় তিনি পদ গ্রহণ করুন, নতুবা চাবুক মারা অব্যাহত থাকবে।

আবু হানিফা বললেন, "তুমি ফিরে যাও এবং তাকে বলো, আল্লাহর কসম, সে যদি আমাকে ওয়াসিলের কোনো মসজিদের দরজা গুনতে বলে, আমি সেটাও করব না।" বন্দী অবস্থায় তাঁকে চাবুক মারা হচ্ছিল, এমন অবস্থায় তিনি এ কথা বলেছিলেন

আর আজ বাতিল মুবজিয় [illegible]
উলুল আমর।[৩৯] সুতরাং [illegible]
করবে, সে খারিজি।

আবু হানিফার [illegible] কারও মতে, [illegible] দোররা মারার সময় [illegible] যখন তাঁর মুখে আঘাত [illegible] এটা তিনি চাইতেন না [illegible] এ আঘাতের চিহ্ন [illegible] এ শাস্তির কথা জানতে পেরেছিলেন [illegible] আবু হানিফাকে বলেছিলেন, “বেটা! যে ইলম তোমার [illegible] তা পরিত্যাগ করো।” কষ্ট থেকে তিনি এ কথা বলেছিলেন। ইমাম আবু হানিফার [illegible] তিনি বলেছিলেন, “মা, আমি যদি দুনিয়া [illegible] সন্দেহে আমি তা বহুগুণ পেতাম। কিন্তু আমি চাই আল্লাহ আমাকে তাঁর দ্বীনের ও তাঁর ইলমের রক্ষক হিসেবে জানবেন। তাই আমি চাই না এমন দুনিয়াবি ব্যাপার আমাকে ধ্বংস করে ফেলুক।”

অর্থাৎ তিনি বলছেন, মা! শারীরিক কষ্ট আমাকে ধ্বংস করতে পারবে না। কিন্তু আমি যদি ইলমের অপপ্রয়োগ করি তবে সেটাই আমার জন্য ধ্বংস। দশ দিন নাকি দশ বছর—এতে কীই বা যায় আসে? আমি তো আল্লাহর জন্য এ অবস্থান নিয়েছি আর তাঁরই জন্য একে আঁকড়ে ধরেছি।

কেন আবু হানিফার জন্য দৈনিক দশটি দোররা নির্ধারিত করা হলো? কেন একদিনে তারা পুরো শাস্তি প্রয়োগ করল না? কারণ, তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে কষ্ট দেওয়া, তাঁকে মেরে ফেলা না। তাঁর শরীর দশটির বেশি আঘাত সহ্য করতে পারত না, তাই তাঁকে দৈনিক দশটি করে দোররা মারা হতো। তাঁকে আরও বেশি যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য, তাঁর কষ্টকে দীর্ঘায়িত করার জন্য। কিন্তু এতকিছুর পরও আবু হানিফা তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেন। তিনি প্রধান কাযীর পদ গ্রহণ করবেন না।

সুবহান আল্লাহ! এতকিছুর কারণ হলো তিনি সেই সময়কার সবচেয়ে সম্মানিত পদ—প্রধান কাযীর পদ গ্রহণ করতে রাজি না।

---

[৩৯] মুসলিমদের নেতা, খলিফাতুল মুসলিমিন, আমিরুল মুমিনিন।

তাঁর মুক্তির পর তিনি বলেছিলেন,

শিহাবুদ্দীন [illegible] ও আমার মা, [illegible]

তার সন্তান কারাবন্দি হয়ে [illegible] তিনি কত [illegible]—[illegible] [illegible] ও এই বন্দী [illegible]

ইমাম আবু হানিফার [illegible] এ কথাগুলো [illegible] যদি তার মায়ের দুঃখ দুর্দশা ও উৎকণ্ঠার কথা জানত [illegible] তাহলে তার কাছে আর কোনো কষ্ট [illegible] হতো না।

আমি যখন আর বার বার বন্দী হবার সময় আমার মাকে বলে এসেছিলাম, [illegible] অবস্থাতেই যেন তিনি আমাদের [illegible] ইস্তিগফার করবেন, আমাদের জন্য দু'আ করতে থাকবেন। [illegible] এই অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার মা কথা রেখেছিলেন, রাহমাতুল্লাহি আলাইহা। আল্লাহ ﷻ [illegible] আমি শুনেছি, তিনি শেষরাতে ঘুম থেকে উঠে যেতেন। [illegible] কাঁদতেন আর দু'আ করতেন। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। ইন শা আল্লাহ আমি নিশ্চিত যে, আল্লাহ ﷻ তাঁর দু'আ কবুল করেছিলেন এবং এ দু'আর কারণেই আমি মুক্তি পেয়েছিলাম।

ইমাম আবু হানিফার এ ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল, জেল থেকে একবার আমি বাসায় ফোন করেছিলাম। এর আগে বেশ অনেকদিন আমি কোনো ধরনের যোগাযোগ করতে পারিনি। ফোনে কথা বলার জন্য বরাদ্দ ছিল সাত কিংবা দশ মিনিট। জেল থেকে ফোন করা হলে, যার নম্বরে ফোন করা হচ্ছে, কলটি গ্রহণ করার জন্য তাকে একটি নির্দিষ্ট নম্বর চাপতে হয়। আমার মা এই নম্বরটি জানতেন। আমি ফোন ধরে আসসালামু আলাইকুম বলার আগেই তিনি সেই নম্বরটি প্রেস করে দিলেন। আল্লাহর শপথ, সাত বা দশ মিনিট ধরে আমি কেবল "আহমাদ, আহমাদ হাবিবি আহমাদ, আহমাদ, আহমাদ" শুনতে পেলাম, এভাবে পুরো সময়টা কেটে গেল, রাহমাতুল্লাহি আলাইহা। বাসার কী অবস্থা, সবাই কেমন আছে—আমি কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ পেলাম না। আমার গলা শুনে মা এতটাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর মুখ থেকে কেবল আহমাদ ছাড়া আর কিছুই বের হচ্ছিল

[৮০] তারিখু বাগদাদ ৭/৩৭৭

করে বললেন, মুমিনরা এই নিয়ম মেনে চলে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুমিনগণ তাদের শর্তের ওপর অটল থাকে।[৮৫]

আমি বলেছিলাম, যদি তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাহলে তাদের রক্তের কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। এরপর মজলিসের উপস্থিতগণ বলে উঠল, হ্যাঁ, আপনি যথার্থই বলেছেন। আপনি তাদের কাছ থেকে শপথ নিয়েছিলেন এবং তারা শপথ ভঙ্গ করেছে। কাজেই, আপনি তাদের সবাইকে হত্যা করতে পারেন।

আবু হানিফা চুপ থাকলেন। 'এ ব্যাপারে আপনার কী বলার আছে আবু হানিফা?' আবু জাফর প্রশ্ন করলেন। আবু হানিফা বললেন, তারা এমন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল, যে বিষয়ের ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কারণ এমন প্রতিশ্রুতি করাই অবৈধ, সেখানে আপনি তাদের ওপর বিধান কার্যকর করতে চাইছেন। না, আপনি এটা করতে পারেন না। তিনটি কারণ ছাড়া কোনো মুসলিমের রক্ত হালাল হয় না, তাদের মধ্যে একটি কারণও নেই, সুতরাং আল্লাহর আইন আপনার শপথ ও আপনাদের প্রণীত আইনকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছে। আবু হানিফা রাসুলুল্লাহর ﷺ ওই হাদিসের কথা বলছেন, যেখানে বলা হয়েছে 'যিনা', ইসলাম ত্যাগ অথবা অপর মুসলিমকে হত্যা। এই তিনটি ছাড়া অন্য কোনো কারণে মুসলিমের রক্ত ঝরানো বৈধ না। আবু হানিফা তাকে বললেন, এটা একটি ইসলামি খিলাফত। ইসলাম মুসলিমদের রক্তকে পবিত্রতা দান করে। সুতরাং তাদের হত্যা করা আপনার জন্য বৈধ নয়।

আবু জাফর ইমাম আবু হানিফার কথাকে মেনে নিলেন এবং বিদ্রোহীদের মুক্ত করে দিলেন। তিনি অনেক লোককে আটক করেছিলেন, কিন্তু তাদের সবাইকে ছেড়ে দিলেন। আর আবু হানিফাকে বললেন, আমি তাদের ছেড়ে দিলাম কিন্তু জনগণকে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন না। এ কথা বলার পর তিনি আবু হানিফাকেও যেতে দিলেন।

যদিও শাসক তোষামোদ করছিল, তাঁকে খুশি করার চেষ্টা করছিল তবুও আবু হানিফা হকের ওপর আগের মতোই দৃঢ়, অবিচল ও আপসহীন থাকলেন। এসব বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলা চালিয়ে গেলেন। অন্যান্যরা শাসককে খুশি করার চেষ্টা করত, আর শাসক চেষ্টা করত আবু হানিফাকে খুশি রাখার। আবু হানিফার ছাত্র জাফর বলেছেন, আবু হানিফা কথা বলা অব্যাহত রাখলেন এবং তার কণ্ঠ বাকি সবাইকে ছাপিয়ে যেতে থাকল। উম্মাহর যাবতীয় সমস্যায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন

[৮৫] ফাতহুল বারি ২৫/৩১৭

করতেন। এক সময় আমরা তাঁকে [illegible] আবু হানিফা, আপনি কখন শান্ত হবেন? আপনি যদি না [illegible] তো আমাদের গলায় ফাঁস ঝুলিয়ে দেবে।

উমাইয়্যাহদের সময়ে যা হয়েছিল আব্বাসীয়দের শাসনামলেও হুবহু একই সমস্যা দেখা দিলো। বিদ্রোহ দমন করার পর তিনি আবু হানিফাকে ডেকে পাঠালেন। ইবনু হুবাইরার মতো তিনিও বললেন, আবু হানিফা, আপনার কাযীর পদ গ্রহণ করা উচিত। আপনি প্রধান কাযী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি মন্ত্রী আবদুল্লাহ ইবনু হুমাইদকে দিয়ে আবু হানিফার কাছে ১০,০০০ দিরহাম ও একজন দাসী পাঠালেন। আবু হানিফা বললেন, এগুলো ফেরত নিয়ে যান। আমি এগুলো গ্রহণ করব না। আবদুল্লাহ ইবন হুমাইদ বলল, এগুলো নিন। আবু হানিফা বললেন, আমি এগুলো প্রত্যাখ্যান করলাম

সুতরাং আবু হানিফাকে আবারও দরবারে তলব করা হলো।

দরবারে পৌঁছাবার পর আবু জাফর আল মানসুর তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কাযীর পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি এতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি, আমি এ পদের উপযুক্ত নই। দীর্ঘক্ষণ তাদের মধ্যে বাদানুবাদ চলল। আবু জাফর উন্মাদ হয়ে গেলেন, কেননা আবু হানিফা তার মুখের ওপর কথা বলছিলেন। আবু হানিফা বললেন, আমি এ পদের উপযুক্ত নই। আবু জাফর বললেন, আপনি একজন মিথ্যাবাদী। আবু হানিফা বললেন, বেশ, এখন আপনি যেহেতু আমাকে মিথ্যাবাদী বলছেন, সুতরাং একজন মিথ্যাবাদী কী করে কাযীর পদে আসীন হতে পারে? আবু জাফর এতে আরও বেশি রেগে গেল এবং বলল, আল্লাহর কসম আপনি যদি কাযীর পদ গ্রহণ না করেন, তাহলে আমি আপনাকে দোররা মারব। ইবনু হুবাইরা যা বলেছিল, আবু জাফর ঠিক একই কথা বলল। আবু হানিফা বললেন, ওয়াল্লাহি! আমি কাযীর পদ গ্রহণ করব না।

রক্ষীদের একজন বলে উঠল, আমাদের আমির শপথ করেছেন আর পাল্টাপাল্টি আপনিও শপথ করলেন? আবু হানিফা বললেন, তিনি তো আমার চেয়ে ধনী, কাজেই সহজেই কাফফারা আদায় করতে পারবেন। আমি পারব না। আবু জাফর চাইলেই দশ জন গরিব মানুষকে খাইয়ে শপথের কাফফারা আদায় করতে পারবে। আমি গরিব মানুষ, আমার পক্ষে সেটা সম্ভব না। আসলে তিনি তাদের নিয়ে ঠাট্টা করছিলেন।

এই [illegible] পর [illegible] তাঁকে কারা[illegible] [illegible] বর্ণনা [illegible] পাঠানো হয়, কারণ তিনি একেবারে [illegible] দিন [illegible] কারাগারে, [illegible] (রহ.) [illegible] পাঠানো হলো। তবে আবু হানিফাকে শুধু [illegible] ক্ষান্ত হলো না, বরং তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে দাপ্তরিক [illegible] যে, তিনি একজন [illegible] খারিজি [illegible] বাশার আল আসাদের নাম শুনেছেন। এরা হলো [illegible] পূর্বপুরুষ। আবু জাফর আল-মানসুরের বিরুদ্ধে [illegible] সব সময় তৎপর ছিল। সুতরাং আবু হানিফাকে [illegible] কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হলো।

আমি আপনাদের যা বলতে চাইছি তা হলো, বাংলাদেশের মুর্জিয়ারা যখন আজ আপনাকে খারিজি বলবে তখন উত্তেজিত হবেন না। কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। আজকে কেবল বাতিল মুর্জিয়ারাই যাকে তাকে খারিজি বলে বেড়ায় না। কিছুদিন আগে আমি এক পশ্চিমা মর্ডানিস্টকেও দেখলাম তার বক্তব্যে আমাদের সমসাময়িক সময়ের একজন মুসলিম নেতাদের একজনের ব্যাপারে খারিজি শব্দটি ব্যবহার করছে। আজ মুর্জিয়াদের পাশাপাশি, মর্ডানিস্ট আর তথাকথিত সালাফিরাও উচ্ছৃঙ্খলভাবে সবাইকে খারিজি আখ্যা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আবু জাফর তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করল ও তাঁর ওপর অত্যাচার চালানোর নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ দিলেন, আবু হানিফার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করো। সর্বাত্মকভাবে তাঁর ওপর চাপ প্রয়োগ করো। তাঁকে মৃত্যুর ভয় দেখাও।

এ সময় আবু হানিফার বয়স ছিল সত্তরের কাছাকাছি। তিনি ছিলেন বয়সের ভারে দুর্বল। তারা ভয় পাচ্ছিল হয়তো তিনি কারাগারেই মারা যাবেন, আর এর ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। তাই তারা তাঁকে বাড়িতে ফেরার অনুমতি দিল, কিন্তু তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখল। তিনি কারও সাথে কথা বলতে পারতেন না, সালাতের সময়ও ঘরের বাইরে যেতে পারতেন না, তাঁকে কোনো ফাতওয়া দিতে দেওয়া হতো না। তবুও তিনি তাঁর অবস্থানে অবিচল থাকলেন এবং গৃহবন্দী অবস্থাতেই ১৫০ হিজরিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। বলা হয়ে থাকে, আবু জাফর আল মানসুর গোপনে তাঁর ওপর বিষ প্রয়োগ করেছিলেন, কথিত আছে, তিনি [illegible]

কাছে বিষ [illegible] খাবার খেতে বাধ্য করেছিল

মৃত্যুর আগে আবু হানিফা [illegible] দিয়ো না, [illegible] ছিনিয়ে নিয়েছে।

হকপন্থী আলিমগণ সব সময় শাসকদের [illegible] শাসকদের সাথে [illegible] তবুও হকপন্থী আলিমগণ কখনোই শাসকদের [illegible] অনুগত কিংবা অধীনস্থ ছিলেন না। আমি [illegible] এই শাসকদের মধ্যে কিছু জুলুম অত্যাচার ছিল, কিন্তু কোনোভাবেই [illegible] শাসকদের সাথে তাদের তুলনা করা সম্ভব না।

আবু হানিফার এসব পরীক্ষার মধ্যে যে ব্যাপারটি আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করে তা হলো, তাঁর কারামুক্তির চাবি ছিল তাঁরই হাতে। তিনি চাইলেই কারাগার থেকে বের হতে পারতেন। কী ছিল কারামুক্তির সেই চাবি? কী করলে তিনি স্বাধীন জীবনে ফিরে যেতে পারতেন? দুক্ষেত্রেই তাঁকে কেবল একটি কাজই করতে হতো, আর তা হলো—তাঁর সময়ের সবচেয়ে সম্মানজনক ও সর্বোচ্চ পদ গ্রহণ করা, যা ছিল সেই সময়ের প্রত্যেক আলিমের স্বপ্ন। কিন্তু তিনি বলেছেন,

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ

'হে আমার রব, কারাগারই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।'[৬৬]

কোন জিনিসটির চেয়ে চাবুকের আঘাত, কারাগারের নির্যাতন, বন্দিত্ব ও অপমানের জীবন আবু হানিফার কাছে বেশি প্রিয় ছিল? তাঁকে কী করতে বলা হয়েছিল? কোন জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি এগুলো বেছে নিয়েছিলেন? তাঁর সময়ের যেকোনো আলিম কিংবা ইমামের জন্য প্রধান কাযীর পদ পাওয়া ছিল স্বপ্নের মতো। কিন্তু একবার না, বরং দুবার তিনি এই পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রথমবার উমাইয়াহ খিলাফাহর সময় ও পরেরবার আব্বাসি খিলাফাহর যুগে। আপনারা কি এখন উলামা

---

[৬৬] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩৩

রব্বানিয়্যুন[৪৭] এর সংগে উলামা আদদুনিয়া ও উলামা আস-সালাতিনের[৪৮] পার্থক্য বুঝতে পারছেন?

আবু হানিফা কোন ধরনের শাসকদের অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন? তিনি কাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন? আবু জাফর আল মানসুর এবং ইয়াযিদ ইবনু হুবাইরা। ইবনু হুবাইরার ভুল ছিল, সে যুলুম করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি হৃদয়ে কাঠিন্য অনুভূত হওয়ার পর আলিমদের ডেকে পাঠাতেন। তিনি আলিমদের তার বাসভবনে ডাকতেন ও তাঁদের বলত, আমাকে নাসীহাহ করুন। হাসান আল বাসরি রহ. অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাকে নাসীহাহ করতেন, যার ফলে তিনি কেঁদে ফেলতেন। ইমাম শা'বি রহ. বলেছেন, আমি এবং হাসান আল বাসরি ইবনু হুবাইরার ওখানে যেতাম। হাসান আল বাসরি তাকে ভয়ভীতি দেখাতেন, কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতেন। আখিরাত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাকে সতর্ক করতেন। ইবনু হুবাইরার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ত এবং তিনি এত বেশি কাঁদতেন যে, আমাদের মনে হতো তিনি হয়তো কাঁদতে কাঁদতে মারাই যাবেন। ইবনু হুবাইরাহ আল্লাহর ভয়ে এত বেশি কাঁদতেন যে, আমরা ভাবতাম, তিনি বুঝি মারা যাবেন।

সুতরাং আবু হানিফা যাদের অনুসরণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তারা আজকের এসব নেতাদের মতো না, যারা খোদ মক্কা থেকে কুফর প্রচার করে, যারা পবিত্র ভূমি থেকে ইন্টারফেইথের[৪৯] দাওয়াহর প্রতি আহ্বান করে।

উমাইয়্যাহ ও আব্বাসি খিলাফাহর সময় আবু হানিফা যে অবস্থান নিয়েছিলেন আজ মানুষের সামনে তা তুলে ধরলে তাদের প্রতিক্রিয়া কী হবে? আবু হানিফার নাম

---

[৪৭] **রব্বানি আলিমগণ** : যারা শুধু তাঁদের রবকেই ভয় করেন, তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই সত্যকে সমুন্নত করার প্রয়াস চালান।

[৪৮] **উলামা আদদুনিয়া:** জনসমর্থন, জনপ্রিয়তা, সম্মান, মর্যাদা, অর্থ তথা দুনিয়ার পেছনে ছোটা আলিম
উলামা আসসালাতিন : শাসকের পদলেহী নামধারী আলিম।

[৪৯] ইন্টারফেইথ বা ইন্টারফেইথ ডায়ালগ : আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি বা সংলাপ। এজাতীয় কার্যকলাপকে ঘিরে বিভিন্ন ধরণের মুখস্থ বুলি প্রচলিত থাকলেও আদতে আন্তধর্মীয় সমাবেশ, সম্প্রীতি ও সংলাপের মূল উদ্দেশ্য হল, "সকল ধর্ম সমান", "সকল ধর্ম সঠিক", "সকল পথই একই গন্তব্যে পৌঁছে দেয়", "সকল ধর্ম এক" - এমন একটি দর্শনের প্রচার। এটি নির্জলা কুফর ও শিরক এবং বর্তমানের ইন্টারফেইথ আন্দোলন মূলত ফ্রিম্যাসনিক "এক ধর্ম, এক বিশ্ব" এজেন্ডার বাস্তবায়ন। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, ইসলাম ছাড়া আর কোন সঠিক ধর্ম নেই। ঈমান ও কুফর, তাওহিদ ও শিরক, মুসলিম ও কাফির কখনো সমান হতে পারে না, আলিমদের মতে আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি বা সংলাপের এ আহ্বান হল মূলত বিদ্ধার আহ্বান। এ ব্যাপারে আরো জানতে দেখুন : https://islamqa.info/en/10213 এবং লাজনাহ আদ দাইমাহর ফাতওয়া নম্বর ১৭,৩০০

সরিয়ে দিন, উসাইমিন [illegible]
হানিফার এ অবস্থা [illegible] উমার আবু
শাসকদের নাম [illegible] এবং
তারা কী বলবে [illegible] করবেন,
তো খারিজি [illegible] লোক
যুক্তিখণ্ডন লিখতে বসেন [illegible] বসবেন, কিন্তু এটা [illegible]
আবু হানিফা। তখন তার [illegible] কোনো
মুরতাদির সাথে বিতর্ক করা [illegible] একজন মুরতাদি, এই হলো
তাদের পন্থা, এই হলো [illegible] তারা সঠিক পথ থেকে
বিচ্যুত হয়েছে।

আমি অ্যামেরিকান এক দা'ঈর বক্তৃতার কিছু অংশ শুনেছিলাম। সে একজন বড় আলিমের নামে মিথ্যাচার করছিল। সে বলছিল ইবনু উসাইমিন ও এবং সালমান আল আওদাহ উক্ত ব্যক্তিকে খারিজি গণ্য করতেন। এটা ছিল ডাহা মিথ্যা, ইবনু উসাইমিন উক্ত আলিমকে কখনোই খারিজি বলেননি। এই মডার্নিস্টরা নিজেদের স্বার্থে ইবনু উসাইমিনের নাম ব্যবহার করে। কাউকে খারিজি প্রমাণ করার সময় এই মডার্নিস্টরা ইবনু উসাইমিনের উক্তি দেয়, কিন্তু তারা কেন ইবনু উসাইমিনের রচনাবলি থেকে আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র ব্যাপারে তাঁর অবস্থান তুলে ধরে না? তারা কেন ইবনু উসাইমিনের ওই কথাগুলো প্রচার করে না, যেগুলো সরাসরি তাদের ভ্রান্ত মডার্নিস্ট আকিদাহ ও জান্নাত-জাহান্নামের প্রশ্নের সাথে যুক্ত?

আমার মনে আছে, আমি একবার এক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করছিলাম। ওয়াল্লাহি, ওয়াল্লাহিল আযিম। লোকটি ছিল আমার পাশে, আর তার স্ত্রী ছিল ডাইনিং রুমের পর্দার আড়ালে। তাদের মাঝে ঝগড়া চলছিল এবং আমরা তাদের সমস্যাগুলোর মীমাংসা করার চেষ্টা করছিলাম। প্রায় বারো বছর আগের কথা। কথায় কথায় এমন অনেক বিষয় উঠে এল যা সরাসরি মূল বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত ছিল না। মহিলাটি বললেন, শাইখ আমি এই ব্যক্তির ওপর আমার হক সম্পর্কে জানি এবং আমি এটাও জানি যে আমার তার আনুগত্য করা উচিত। আমার মনে নেই ঠিক কোন প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল, তবে একপর্যায়ে মহিলাটি বললেন, শাইখ আমি জানি যে, পায়ুসঙ্গম হারাম। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে এর জন্য আদেশ করলে আমি মেনে নিই, কারণ আমি জানি আমার উচিত স্বামীর আনুগত্য করা। আমি জানি নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা হয় এমন জায়গায় অবস্থান করা ও তাদের সাথে কথা বলা

হবেন। কিন্তু সে যখন স্বামীকে [illegible] কেননা, রাসুলুল্লাহ ﷺ স্বামীর আনুগত্য করতে বলেছেন।

মাশাআল্লাহ! নতুন এক ফিকহ। সে যেন ফকিহ হয়ে গেছে। আল্লাহর ﷻ চেয়ে স্বামীর আনুগত্য বড় হয়ে গেছে। এই [illegible] স্বামীর প্রতি আনুগত্যের এত বেশিসংখ্যক হাদিস শুনেছে যে, তার মনে হয়েছে স্বামীর আনুগত্য করা আল্লাহ ﷻ ও রাসুলুল্লাহর ﷺ আনুগত্যের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

আমি এই ফকিহার দিকে তাকিয়ে বললাম, মাশাআল্লাহ। এটা তো নতুন এক মাসআলা। জানলাম—স্বামীর আদেশ আল্লাহর ﷻ আদেশকে রহিত করে দেয়। আসলে সে স্বামীর প্রতি আনুগত্যের এত বেশিসংখ্যক হাদিস শুনেছে যে, তার মনে হয়েছে স্বামীর আদেশ অন্য সব আদেশের ওপর প্রাধান্য পাবে। মহিলাটির জন্ম অ্যামেরিকাতে এবং স্বাভাবিকভাবেই সে খুব একটা আরবি বলতে পারে না। এ রকম একজন স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন মহিলাকে তেমন দোষারোপও করা যায় না। পরে তার ভুল শুধরে দেওয়া হয় এবং সে নিজের ভুল বুঝতে পারে। আল্লাহ ﷻ তাকে ও তার স্বামীকে বারাকাহ দান করুন।

এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হচ্ছে, আজকের মুরজিয়া, শাসকদের অনুগত আলিম (উলামা আসসালাতিন) এবং মডার্নিস্টদের যুক্তি হলো এই মহিলাটির যুক্তির মতো। তারা হুবহু এই একই যুক্তিই ব্যবহার করে। তথাকথিত এসব আলিমগণ সত্যিকার অর্থেই এমন দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। আপনি দেখবেন যে, তারা ঘুরেফিরে প্রতিনিয়ত কেবল সেই একই বুলি আওড়াতে থাকে, 'শাসকদের আনুগত্য করতে হবে', 'শাসকদের কাছে নতিস্বীকার' ইত্যাদি। যখনই আপনি এদের কথা শুনবেন, এই মহিলার দেয়া যুক্তির কথা চিন্তা করবেন। একই জিনিস। পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে, মহিলাটি ছিল অজ্ঞ আর এরা হলো জ্ঞানসম্পন্ন। আর এরা জানে, তারা আসলে কী করছে।

আপনাদের একটি বাস্তব উদাহরণ দিই। আয়ায আল কারনি। তিনি কারাবন্দী ও নির্যাতিত তিন জন আলিমের জবানবন্দি নিয়েছিলেন। এই আলিমদের ওপর কারাগারে নির্মম অত্যাচার চালানো হয়েছিল। এই অত্যাচার, নির্যাতন আর হুমকির পর আয়ায আল কারনি কারাগারের ভেতরে গিয়ে তাদের কাছ থেকে জবানবন্দি আদায় করলেন। দাবি করা হয় সেই জবানবন্দিতে এই আলিমগণ[৫০] তাদের

[৫০] এই তিন জন আলিম হলেন শাইখ নাসির আল ফাহদ, শাইখ আলি আল খুদাইর, আহমাদ আল খালিদি। আল্লাহ তাঁদের সত্যের ওপর দৃঢ় রাখুন এবং কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন।

আগেকার অবস্থা [illegible]
আল-কারনি [illegible]
রিপোর্টার তাকে প্রশ্ন করে [illegible]
আয়ায আল কারনি কী উত্তর [illegible]
দিলেন? ওয়ালিউল আমর [illegible]

পায়ুসঙ্গমকে বৈধ প্রমাণে মহিলাটি যে যুক্তি দেখিয়েছিল, আয়ায আল কারনির যুক্তি হুবহু একই। স্বামী তাকে হারাম কাজের আদেশ দিয়েছে, যেহেতু স্বামীর আনুগত্য করতে হবে, তাই সে আনুগত্য করেছে। ঠিক একইভাবে বাদশাহ তাকে বলেছে কারাগারে গিয়ে নির্যাতিত এই আলিমদের জেরা করতে, এই পুরো প্রক্রিয়ার অংশ হতে শাসকের আনুগত্য করতে হবে, তাই সে আনুগত্য করেছে। এই হলো তার যুক্তি।

শাসক বলেছে তাই আপনি আপনার ভাইয়ের উপর শাস্তি, নির্যাতন আর অত্যাচারের অংশ হবেন? তাহলে স্বামীর আদেশে পায়ুসঙ্গম করা ওই মহিলা আর এই আলিমের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

ইমাম আবু হানিফা কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, সে যদি আমাকে শুধু ওয়াসিলের মসজিদগুলোর দরজাও গুনতে বলে, আমি করব না। যে কাজ করায় কোনো বাধা নেই, আমি তার জন্য সেটাও করব না। অন্য কিছু তো দূরের কথা। এই হলো ইমাম আবু হানিফা। তিনি কি খারিজি ছিলেন? তাদের প্রশ্ন করুন, ইমাম আবু হানিফা খারিজি ছিলেন কি না।

আরেকটি উদাহরণ হলো দুনিয়াজুড়ে টিভির এক পরিচিত মুখ। তার চোখে সব সময় পানি লেগেই থাকে, কারণ তার হৃদয় নাকি কুরআনের আয়াত দ্বারা আন্দোলিত হতে থাকে। এই সপ্তাহে এক প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসেবে সে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে গেছে ইন্টারফেইথের প্রচারের জন্য। তার চোখের পানি এখন কোথায় গেল? চোখের পানি যদি সঠিক আকিদাহর বুঝ না দিতে পারে, তাহলে সেটার কোনো মূল্য নেই। সে কেন সেখানে গেছে? তার জবাবও ওই মহিলার উত্তরের মতো, যে বলেছিল পায়ুসঙ্গম বৈধ, যেহেতু এটা আমার স্বামীর আদেশ। তিনি সেখানে গেছেন কারণ ওয়ালিউল আমর তাকে বলেছে, ভিয়েনাতে যাও আর ইন্টারফেইথ প্রচার করো।

বহু বছর আগে ইবনু বায ﷺ এবং লাজনাহ আদ দাইমাহ একটি ফাতওয়া দিয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল ইন্টারফেইথ হলো কুফরি। কীভাবে হঠাৎ করে সেটা ইসলামের দিকে আহ্বান ও ইসলামের দিকে দাওয়াহর অংশ হয়ে গেল? এক সময় যেটাকে

কুফরের [illegible] প্রতি আহ্বানকারী হবে এবং এটা তাকে [illegible] করতে পারে। এটি ছিল তাদের নিজেদের, উচ্চপদস্থ, রাষ্ট্রীয় আলিমদের দেওয়া ফাতওয়া। তাদের পরিবর্তনটা কোথায় হলো? [illegible] পেছনে কী [illegible] থাকতে পারে?

কেউ কেউ পরিভাষা নিয়ে খেলার চেষ্টা করে। তারা বলে ইন্টারফেইথ হলো মতবিনিময়, সংলাপ, দাওয়াহ সবই দাওয়াহর পক্ষে, কেউ এতে বিরোধিতা করবে না। কিন্তু দাওয়াহ আর ইন্টারফেইথের মধ্যে পার্থক্য আছে। আল-ফাওযান, আল-রাজিহি, গুনাইমান, আস সালিহ, আল মাহমুদ এবং আল বাররাক প্রত্যেকেই ফাতওয়া দিয়েছেন যে, ইন্টারফেইথ হলো কুফরের দিকে আহ্বান। এটা তাদেরই আলিমদের ফাতওয়া। ইন্টারফেইথকে কুফর বলার কারণে যখন আল বাররাককে কারাগারে নেওয়ার উপক্রম হয়, ২০ জনেরও বেশি অভিজ্ঞ, স্বনামধন্য আলিম ফাতওয়া প্রদান করে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। তারা ফাতওয়া দেন যে আল-বাররাক ইন্টারফেইথের বিরুদ্ধে যা যা বলেছেন তা হলো কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য।

ইন্টারফেইথ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করা এই ব্যক্তিকে বছর খানেক আগে সরাসরি অনুষ্ঠানে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি বাদশাহ আব্দুল্লাহ ও তার কার্যকলাপের ব্যাপারে কেন কিছু বলেন না? প্রশ্নকর্তা বিশেষভাবে ইন্টারফেইথের কথা বলছিলেন। আপনারা হয়তো জানেন না, ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হবার বদলে মক্কা এখন ইন্টারফেইথ প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

এই শাইখ নিজের ভুল স্বীকার করতে পারত। সে কমসেকম প্রশ্নটি এড়িয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে বলল, না, না, নাজরানের খ্রিষ্টানরা রাসুলুল্লাহর ﷺ কাছে মসজিদে নববিতে দেখা করতে এসেছিলেন এবং তারা পশ্চিম দিকে ফিরে সালাত আদায় করতে চাচ্ছিল। রাসুলুল্লাহ তাদের বাধা দেননি। তারা রাসুলুল্লাহর ﷺ মসজিদে পশ্চিম দিকে মুখ করে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ইবাদত করেছিল। ঘটনাটি ইবনু কাসির ও ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেছেন।

এটা ছিল প্রায় এক বছর আগের কথা। সম্ভবত এ ধরনের যুক্তি দিতে পারার কারণেই অস্ট্রিয়াতে পাঠানোর সময় তাকে প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

ইবনু কাসির [illegible] ও ইবনু [illegible] উক্ত ঘটনা সম্পর্কে যারাই মন্তব্য করেছেন প্রত্যেকে বলেছেন [illegible] معضل [illegible] মু'দাল হওয়ার অর্থ পর পর দুজন বর্ণনাকারী [illegible] এ ইসনাদটি মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর [illegible] বর্ণনা [illegible] ঠিক পর পর দুজন বর্ণনাকারী [illegible] এ ধরনের হাদিসকে কোনো ক্ষেত্রেই গ্রহণ করতে পারি না। মু'দাল মুনকাতির মতোই। যখন কোনো বর্ণনায় পর পর দুজন রাবি নিখোঁজ থাকে, তখন একে মু'দাল বলা হয়। তবে যদি সম্পূর্ণ ইসনাদ জুড়ে, পর পর না, এক বা দুজন রাবি অনুপস্থিত থাকে তবে সেটাকে বলা হয় মুরসাল হাদিস। মু'দালের ক্ষেত্রে পর পর দুজন বর্ণনাকারী নিখোঁজ থাকে। ইমাম যাহাবি ﷺ মু'দালের বিষয়ে বলেছেন, এ ধরনের হাদিস কেউ ব্যবহার করেছে এমনটা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। একমাত্র কুফরের প্রচার ছাড়া আর কখনো এ ধরনের বর্ণনা ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু আজ হঠাৎ এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে, কারণ শাসকরা তেমনই চেয়েছেন। এদের যুক্তিও ওই মহিলার মতোই, বরং তার চেয়েও একধাপ এগিয়ে। আর বাকি আলিমরাই বা কোথায়? তারা কেন বলছেন না যে এ বর্ণনাটি মু'দাল? অন্য কোনো প্রসঙ্গ হলে তারা তো ঠিকই বলতেন এই লোকটি একটি দুর্বল ও জাল বর্ণনা উল্লেখ করেছে, এটা রাসুলুল্লাহর ﷺ সাথে যুক্ত করা যায় না।

হে মুসলিমগণ, চিন্তা করুন। হকপন্থী আলিমদের কীভাবে চিনবেন? দেখুন কারা শাসকদের দাস আর কারা রাহমানের দাস। দেখুন কারা জনপ্রিয়তার গোলাম আর কারা আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টির জন্য উদগ্রীব। এই দ্বীন আপনার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। সুতরাং এমন আলিমদের কাছ থেকে দ্বীনের শিক্ষা নিন যারা সত্যিকারভাবেই আল্লাহকে ﷻ ভয় করেন। দেখুন কারা অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধির মোহে বিক্রি হয়ে গেছে, আর কারা একমাত্র আল্লাহরই ﷻ অনুসরণ করে।

ইমাম আবু হানিফা ﷺ মৃত্যুবরণ করেন বন্দী অবস্থায়। এটাই সত্যনিষ্ঠদের পথ। কারাগারের এ পরীক্ষায় কেউ উত্তীর্ণ হয়, আবার কেউ পারেন না। কিন্তু হকপন্থীরা সর্বদা সত্যের ওপর অবিচল থাকেন। মধ্যস্থতাকারীরা যখন আবু হানিফার কাছে গিয়েছিল, তখন তাঁকে দোররা মারা হচ্ছিল। সেই অবস্থায়ও তিনি বলেছিলেন—জাহান্নামে উত্তপ্ত লোহার হাতুড়ির আঘাতের চেয়ে দোররার আঘাত সহ্য করা আমার জন্য সহজ। আল্লাহর কসম, সে যদি আমাকে মেরেও ফেলে, আমি এই পদ গ্রহণ করব না। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ

শাইখ নাসির আল-ফাহ্দ

শাইখ নাসির আল ফাহ্‌দ আজ সৌদির কারাগারে বন্দী। তাঁর কথা বিভিন্ন সময় আমি ক্লাসে বলেছি। বাবা আর আমি জেল থেকে ছাড়া পাবার পর আমাদের অভিনন্দন আর মায়ের জন্য দু'আ জানিয়ে তিনি একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সৌদি কারাগারে বন্দী অবস্থাতেও আমাদের অবস্থা জানার পর তিনি চিঠি দিয়েছিলেন। তাই আজ আমি আপনাদের তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আপনারা তাঁকে নিজেদের দু'আয় স্মরণ করবেন। আল্লাহ ﷻ যেন তাঁর কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করেন। তাঁর মুক্তির দাবিতে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে একটি ক্যাম্পেইন করা হচ্ছে। আর এ উপলক্ষেই তাকে নিয়ে কিছু কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা।

শায়খ নাসির আল ফাহ্‌দ কে? তাঁর প্রথম পরিচয় –তিনি একজন আলিম, কোনো সাধারণ মানুষ নন। তিনি একজন শাইখ এবং ইন শা আল্লাহ বর্তমান সময়ের একজন ইমাম। আমার ইচ্ছা ছিল নবি ইউসুফের ﷺ পাঠশালার তৃতীয় পর্বটির মূল অংশটি তাঁকে নিয়েই সাজানোর। কিন্তু জাযিরার কিছু ভাই আমার সাথে যোগাযোগ করে একটি অত্যন্ত গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ কাজে সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছেন। হয়তো আমাদের কাছে একে খুব তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে এটা অনেক বড় একটি কাজ। কারণ, প্রথমত আল্লাহ ﷻ —যিনি প্রতিটি শস্যদানা, প্রতিটি অণু পরিমাণ আমলের ওজন করবেন এবং আপনার আমলনামায় যুক্ত করেন –তাঁর কাছে এটা বড়। আপনার কাছে একে ছোট মনে হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর ﷻ কাছে এ কাজের গুরুত্ব অনেক। এ কাজের জন্যই হয়তো বিচারের দিন আপনার ডানদিকের পাল্লা ভারী হবে এবং আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন। হয়তো এ মানুষটির প্রতি দয়া ও সহমর্মিতা বিচারের দিনে আল্লাহর ﷻ সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় আপনার জন্য দয়া ও অনুকম্পার কারণ হবে।

৫ [illegible] ওপর চালানো নির্যাতনের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি [illegible] ক্যাম্পেইন করা হচ্ছে, এতে অংশগ্রহণ করা।

আমি দ্রুত, সংক্ষেপে তাঁর জীবনী তুলে ধরছি। তিনি পড়াশোনা করেছেন রিয়াদের জামিয়াতুল ইমাম (ইমাম সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়)। [illegible] পড়াশোনার পর পরই তাঁকে এই ইউনিভার্সিটির আকিদাহ বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি অনেক শাইখদের কাছে শেখার সুযোগ পেয়েছেন। কেউই মনে করবেন না তিনি হঠাৎ করে ইন্টারনেটে উদয় হওয়া কেউ। [illegible] শাইখ নাসির হলেন গভীর ইলমসম্পন্ন একজন সালাফদের অনুসারী এবং অসংখ্য আলিমদের ছাত্র। তার শিক্ষকদের মধ্যে আছেন—শাইখ আব্দুল আযিয আর রাজিহি, ফাররাজ, আত-তরাদ, দুআইশ এবং অন্য শিক্ষকগণ। সৌদির বর্তমান গ্র্যান্ড মুফতি, তিনিও শাইখ নাসিরের শিক্ষকদের একজন।

শাইখ নাসির আল ফাহাদ হাদিসের নয়টি কিতাব মুখস্থ করেছেন। আমি নয়টি খণ্ড মুখস্থ করার কথা বলছি না। তিনি নয়টি হাদিস সংকলন মুখস্থ করেছেন, আর এ প্রত্যেকটির কয়েকটি করে খণ্ড আছে। যেমন, *সহিহ বুখারি*র একাধিক খণ্ড আছে, *সহিহ মুসলিমে*র একাধিক খণ্ড আছে। উনি এ সবগুলো খণ্ড মুখস্থ করেছেন। এভাবে *সুনান আবি দাউদ*, *তিরমিযি*, *আন নাসায়ি*, *ইবনু মাজাহ*, *মুসনাদ আহমাদ*, *মুয়াত্তা মালিক*, *দারিমি*—প্রতিটি সংকলনের প্রতিটি খণ্ড তিনি মুখস্থ করেছেন। শুধু তা-ই না, তিনি এ হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা শুধু শেখেনইনি, বরং মুখস্থও করেছেন। এ ছাড়া ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে ২০টি অত্যাবশ্যকীয় কিতাব তিনি মুখস্থ করেছেন, যার মধ্যে কিছু হলো আকিদাহর আর কিছু হলো ফিকহের। এগুলো মুখস্থ করার পাশাপাশি তিনি এগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা শিখেছেন। অর্থাৎ হাদিসের নয়টি সংকলনের পাশাপাশি আকিদাহ ও ফিকহের ২০টি অপরিহার্য কিতাব তিনি মুখস্থ ও আত্মস্থ করেছেন। এ ছাড়া বন্দী অবস্থায় তিনি ৬৫টি বই লিখেছেন। এ তথ্যগুলো নির্ভরযোগ্য। তথ্যগুলোর ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত না হলে, আমি বলতাম না।

কিছু কিছু ব্যাপারে তার সাথে আপনার মতপার্থক্য থাকতে পারে। রাসুলুল্লাহর ﷺ পর আর কেউই মাসুম না, তিনিও নন। কিন্তু এখন এগুলো আলোচনার সময় না। এখন তিনি একজন মুমিন, যিনি বন্দী অবস্থায় নির্যাতিত হচ্ছেন। যদি তার কোনো ফাতওয়ার ব্যাপারে আমাদের আপত্তি থাকে, তাহলে এখন সেটা নিয়ে আলোচনার উপযুক্ত সময় না। যখন তিনি মুক্ত হবেন, আপনার সাথে বিতর্ক করতে পারবেন, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবেন, তখন তাকে গিয়ে বলুন, শাইখ! আপনার এই

এই মতের সাথে আমি একমত [illegible] বিরোধিতাকারীদের বিতর্কের জন্য আহ্বান করে [illegible] তিনি সব সময় দুটো জিনিস বলতেন—এসো আমরা [illegible] আর চলো আমরা মুবাহালা[53] করি কারাগারের [illegible] থেকে বেশ কয়েকবার তিনি এ কথা বলেছেন [illegible] গিয়ে আপনার আপত্তির কথা বলুন, তার সাথে [illegible] রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

'তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে যালিম হোক বা মাযলুম।'[54]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, যালিম হোক বা মাযলুম।

এ কথা শুনে আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه প্রশ্ন করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! মাযলুমকে সাহায্য করব, তা তো বুঝলাম, কিন্তু যালিমকে কী করে সাহায্য করবো?" সবচেয়ে সুভাষী গোত্রের সন্তান, পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে স্পষ্টভাষী মানুষটি ﷺ কেন এমনভাবে কথাটি বললেন যার কারণে প্রথমে আনাস رضي الله عنه বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন না? তাঁর ﷺ বাচনভঙ্গি এতই নম্র, স্পষ্ট এবং এবং ধীরগতির ছিল, কথা শেষে তিনি কোনো জায়গা ছেড়ে যাবার আগেই শ্রোতা শব্দ গুনে গুনে তাঁর ﷺ কথা মুখস্থ করে ফেলতে পারত। এমন একজন মানুষ কেন এভাবে কথাটা বললেন?

যেন আমরা মনে না করি মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারীর পক্ষে অবস্থান নেওয়া যায়। আপনার ভাই যদি ভুলও করে থাকে তবুও আপনার প্রথম দায়িত্ব হলো তাকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করা। তারপর আপনি তার ভুল শুধরে দিন। যদি সে নির্যাতিত হয়, তাহলে আগে তাকে মুক্ত করুন, তারপর তাকে দিকনির্দেশনা দিন। যখন আপনার ভাই নির্যাতিত তখন আপনি চাবুকধারীর কাছে গিয়ে বলবেন না, "তাকে আরও দশ ঘা লাগিয়ে দাও, তাকে আরও দশ বছর জেল দাও। কারণ, সে

---

[53] মুবাহালা : হক ও বাতিলের মাঝে দ্বন্দ্ব হলে, বাতিলপন্থীর সামনে যাবতীয় দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করার পরও সে যদি হঠকারিতা করে, তবে তাকে মুবাহালার জন্য আহ্বান করা হবে। তার নিয়ম হচ্ছে, উভয় পক্ষ নিজের স্ত্রী, সন্তান সন্ততিকে উপস্থিত করবে, এরপর প্রত্যেক পক্ষ বলবে, আমরা যদি বাতিলপন্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, তবে মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর লানত। এটাকেই বলে মুবাহালা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে সূরা আলে ইমরানের ৬১ নম্বর আয়াত এবং তার তাফসিরে।

[54] বুখারি, হাদিস নং : ২৪৪৩

ওমরান ইবনু [illegible] ঘটনার পর হাজ্জাজ [illegible]

أسدٌ عليَّ وفي الحروب نعامةٌ فتخاءُ تنفرُ من صفيرِ الصافرِ

আমার [illegible]

ওমরান হাজ্জাজকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, কেন শত্রুর মুখোমুখি হতে ভয় পাও, কেন গাযালাহর সামনেও তুমি দাঁড়াতে পারো না? যখন গাযালাহ সামনে আসে, তুমি পুঁচকে পাখির মতো পালাও, যখন শত্রু সামনে আসে, তুমি উটপাখির মতো পালাও। কেন?

অথচ এই হাজ্জাজ তার অধীনস্থ মুসলিমদের ওপর অত্যাচার করছিল, তাদের বন্দী এবং হত্যা করছিল। আজকের অবস্থা দেখুন, এরা একই কাজ করছে। এই সৌদিরা ইরানের কাছ থেকে পালাচ্ছে। যারা নিজেদের সীমান্তের ভেতরে প্রকাশ্যে আবু বাকর এবং উমারকে অভিশাপ দেওয়া সেই রাফিদাদের পায়ে এরা চুমু খাচ্ছে, যেকোনো উপায়ে তাদের সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছে। চলো সংলাপ করি! রাফিদারা যা চায়, সংলাপের জন্য এরা তার সবই দিচ্ছে। যখন রাফিদাদের কেউ সৌদিতে বন্দী হয়, জেলে তাকে সেবা চিকিৎসা ও থাকার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। তার সাথে ভালো আচরণ করা হয়, আর এক সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমা পেয়ে সে বের হয়ে যায়। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অনুসারীদের ওপর গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হয়। তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়।

অন্যদিকে যারা দ্বীনের বাহ্যিক শত্রু—সেই কাফির আসলিদের সাথে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় বসে ঠিক এই মুহূর্তে তারা ইন্টারফেইথের কুফর প্রচার করছে! অথচ তাদের নিজস্ব আলিমরাই এই ইন্টারফেইথকে কুফরের আহ্বান বলে ঘোষণা দিয়েছিল। একদিকে তারা ইসলামের শত্রুদের সাথে বসে কুফরের দিকে আহ্বান করে, অন্যদিকে শাইখ নাসির আল-ফাহ্দের মতো আলিমকে হাত-পা পিছমোড়া করে বেঁধে উপুড় করে ফেলে রাখে। উপুড় করে শুইয়ে তাকে কারাগারের করিডোরে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে তার মুখ মাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারও মুখের ওপর পা তোলা হচ্ছে—মুসলিম কিংবা কাফির—এটা কি কোনো মানুষের প্রাপ্য হতে পারে? যে মুখ হাদিসের নয়টি কিতাব মুখস্থ করেছে সেটার ওপর কারও জুতা, কারও পা শোভা পায়? যে মাথা হাদিসের নয়টি কিতাব ধারণ করে

[illegible] ইলাহ ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর উম্মাহ?

[illegible] সম্পূর্ণভাবে অনুভূতিশূন্য। আপনারা জানেন, যখন শরীরের কোনো অংশ দীর্ঘসময় জুড়ে অবশ হয়ে থাকে তখন অনেক সময় সেটা স্থায়ীভাবে অনুভূতিশূন্য হয়ে যায়।

কোনোরকমের চিকিৎসা তাঁকে দেয়া হয় না। তাঁকে বাধ্য করা হয় উত্তপ্ত ধাতুর পাতের ওপর বসে থাকতে। একবার প্রচণ্ড গরম ধাতুর ওপর তাকে টানা চার ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়। এ ঘটনার পর তিনি এতটাই অসুস্থ পড়েছিলেন যে বেশ কিছুদিন তিনি শুধু চোখের ইশারায় নামায পড়তে বাধ্য হন। বাথরুমে যাবার সময় বুকের ওপর ভর দিয়ে নিজেকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের জানিয়েছেন, একটি বিড়ালকে বন্দী করে রাখার জন্য একজন মহিলাকে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে। তাহলে যারা একজন ইমামের ওপর অত্যাচার চালায়, তাদের কী অবস্থা হবে? আমি প্রত্যেক মুসলিমকে প্রশ্ন করতে চাই, যদি আপনি কোনো মানুষকে দেখেন। না মানুষ না, যদি আপনি দেখেন কোনো কুকুরের হাত-পা পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে—আপনি কি সেটাকে ওই অবস্থায় ফেলে রাখবেন? আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর ﷻ দোহাই দিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করছি। আমরা আপনাদের আহ্বান করছি একজন মানুষকে মুক্ত করার জন্য।

ধাতব চেয়ারে চার ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পর তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু তারা কোনো চিকিৎসা করায়নি। টানা পাঁচ দিন তার খাওয়া বন্ধ ছিল। তিনি কোনো কিছু খেতে পারছিলেন না, পান করতে পারছিলেন না। আর যখন তিনি মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলেন, তারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। যাতে করে তাকে কিছুটা সুস্থ করে তুলে আবার নির্যাতন শুরু করা যায়। ৯ বছর ধরে তিনি বন্দী[৫৫] ৬ বছর

---

[৫৫] এ বক্তব্যটি ২০১২ সালের। বর্তমানে শাইখ ১৫ বছর ধরে সৌদি কারাগারে বন্দী। আল্লাহ তাঁকে হকের ওপর দৃঢ় রাখুন, তাঁর কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন।

হবে পরিবারের [illegible] তাকে দেখেনি, তার কণ্ঠ শোনেনি [illegible] কিছুদিন আগে জেল থেকে মুক্তি পাওয়া এক ভাই [illegible] সিরের সাথে আমার কোর্টে দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেছেন, [illegible] আমার মৃত্যু হবে

যদি তিনি কারাগারে [illegible] সেটা হবে মর্মান্তিক মৃত্যু। কিন্তু আমাদের কী হবে? [illegible] একটা ছোট্ট লেখা হয়তো তাঁর উপকারে আসবে। এর বেশি কিছু চাওয়া হচ্ছে না, তার সমর্থনে অল্প কিছু কথা, ব্যস। অথচ এটুকুও আমরা করতে পারি না। আলহামদুলিল্লাহ, আমি কখনো নিজের জন্য কোনো কিছু চাইনি। কেউ বলতে পারবে না যে স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা দুর্দশার সময় আমি দাওয়াহর জন্য কারও কাছে টাকা বা অন্য কিছু চেয়েছি। সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামিনের। দা'ওয়াহ, বিয়ে, পড়ানো, [illegible], লেকচার, হালাকা, সেমিনার কোনো কিছুর জন্য আমি কখনোই টাকা নিইনি। যদিও সাম্প্রতিক বেশ কিছু উদার প্রস্তাব এসেছে। এর আগেও, যখন আমি [illegible] ছিলাম না, আমাদের পরিবার খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, তখনো আমরা কারও কাছ থেকে কোনো কিছু নিইনি। তবে সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি একটু ভিন্ন ছিল, কারণ আমাদের বিপদের সময় সাহায্য করার কেউ ছিলও না। যা হোক, পয়েন্ট হলো আজ আমি নিজের জন্য না, একজন মুসলিম ভাইয়ের জন্য আপনাদের কাছে সাহায্য চাচ্ছি। তার ব্যাপারে আপনারা সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে কথা বলুন। কিছুদিন আগে মুহাদ্দিস শাইখ সুলাইমান আল-আলওয়ান মুক্তি পেয়েছেন।[৫৬] সুবহানআল্লাহ এর এক সপ্তাহ আগেই আমি তাকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। আমি ভাইদের আহ্বান করেছিলাম তার জন্য দু'আ করতে, আর কিছুদিন পরই তিনি মুক্তি পেলেন। আসলে এ সবই আল্লাহর কাদর। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ

---

[৫৬] ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি ফাতওয়ার কারণে আরও কয়েকজন শাইখসহ শাইখ আলওয়ানকে গ্রেফতার করে সৌদি প্রশাসন। সেবার তিনি ১৮ দিন কারারুদ্ধ ছিলেন। পরবর্তী সময় ২৮ এপ্রিল ২০০৪ সালে আল কাসিম থেকে সৌদি সরকার তাঁকে আবার গ্রেফতার করে। সৌদি প্রশাসন এ গ্রেফতারির জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করেনি। বলা হয়ে থাকে, সৌদি রাজপরিবারের মনমতো ফাতওয়া দিতে অস্বীকৃতি জানানোর জন্যই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে (শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের উপরোক্ত লেকচারের সময়), তিনি মুক্তি পান। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ৩ অক্টোবর ২০১৩ তাঁকে সৌদি সরকার ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়

[illegible] করেছিলেন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ ﷻ ইউসুফ [illegible] [illegible] জন্য কিছু [illegible] [illegible] [illegible] শাইখ সুলাইমান আল-আলওয়ানের মুক্তির পেছনে সেটি কারণ হিসেবে [illegible] একটি প্রকাশিত হবার পর শাইখ আলওয়ানকে নিয়ে টুইটারে [illegible] হয়। এটা ছিল তার মুক্তির এক সপ্তাহ আগে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ﷻ তাকে মুক্ত করেছেন। শাইখ আলওয়ান আসলেই নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন আর তাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ব্যাপারটা এমন না। এ ধরনের মানুষদের জন্য কোনো বিচার-প্রক্রিয়া, কোনো আদালত নেই, কোনো আপিল নেই, কোনো অভিযোগও নেই। যখন ইচ্ছা তারা এই শাইখদের তুলে নিয়ে এসে কারাগারে ছুড়ে দেয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রচারণার কারণে সৃষ্টি হওয়া চাপ ছিল এমন একটা উপলক্ষ – যার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ তাকে মুক্ত করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

শাইখ সুলাইমান আল-আলওয়ান হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি ৬টি হাদিসের কিতাব মুখস্থ করেছেন। হাদিসের সনদে থাকা বর্ণনাকারীদের তিনি ওইভাবে চেনেন, যেভাবে নিজ সন্তানদের চেনেন। অথচ এ মানুষটাকে ৯ বছর বন্দী করে রাখা হলো। এখানে ঘরে বসে আমরা হয়তো এসব প্রচারণার প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করতে পারব না, তবে ওখানে এগুলোর প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে যখন এ শাসকগোষ্ঠীর পতনের সময় ঘনিয়ে এসেছে এবং বিপর্যয় তাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। ইতিহাসের দিকে তাকান, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* পড়ুন। যারা এই শাসকগোষ্ঠীর চেয়েও শক্তিশালী ছিল, তাদেরও পতন হয়েছে। এরা তো চিরদিন বেঁচে থাকতে পারবে না, এদেরও পতন ঘটবেই।

কারাগার থেকে বের হবার পর শাইখ সুলাইমান আল-আলওয়ান বলেছিলেন, সব মুসলিম বন্দীকে আপনার দু'আয় স্মরণ করবেন, বিশেষ করে নাসির আল-ফাহদকে। কারণ, শাইখ নাসিরকে তারা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নির্যাতন করছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

فُكُّوا الْعَانِي

---

[৫৭] সূরা ইউসুফ, ১২: ১০০

'তোমরা বন্দী মুক্ত করো।'[৫৮]

যেকোনো বন্দীই হোক [illegible] বন্দী হয়েছেন, লাঞ্ছিত ও অপমানিত যেকোনো ব্যক্তি 'আনি' [illegible] কেউই বন্দীর অংশ [illegible] একজন, তিনি একইসাথে লাঞ্ছিত, [illegible] 'আনি' [illegible] আনি, আনিন, আনিয়া এবং আনি। ইমাম মুসলিম ও [illegible] বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ

"এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। একে অপরের ওপর যুলুম করে না, পরিত্যাগ করে না, তুচ্ছ করে না।"

ইয়াখযুলুহু অর্থ নিজের ভাইকে পরিত্যাগ করা, তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকা। আলিমগণ বলেছেন, কোনো মুসলিম তার ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলে তাকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। একজন মুসলিমের জন্য তার সাহায্যপ্রার্থী ভাইয়ের পাশে দাঁড়ানো বাধ্যতামূলক। একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে, যখন কোনো বৈধ ওযর থাকবে।

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ

'যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য।'[৫৯]

যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য চায়, আপনি তাদের সাহায্য করতে বাধ্য। লক্ষ করুন, আলিমগণ বলেছেন, যদি মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার জন্য কোনো রাষ্ট্রের কোষাগারের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা হয়, তবুও সেটা লোকসান হিসেবে গণ্য হবে না। আলিমগণ এ কথা বলেছিলেন এমন সময়ের প্রেক্ষাপটে যখন মুক্তিপণ চাওয়া হতো। একইভাবে আজ কাউকে মুক্ত করতে হলে উকিলের খরচসহ নানা ধরনের খরচাপাতির দরকার হয়। *তাফসির আল-কুরতুবি*-তে ইমাম মালিকের ﵀ একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। ইমাম মালিক বলেছেন, 'মুসলিমদের যা কিছু আছে তার সবটা দিয়ে হলেও মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা বাধ্যতামূলক। আর এ ব্যাপারে কোনো

---

[৫৮] *আহমাদ*: ১৯৬৪১, *বুখারি*: ৩০৪৬

[৫৯] সূরা আনফাল, ৮: ৭২

[illegible] বন্দীদের মুক্ত করার [illegible] চেষ্টা করার।

আজকের [illegible] লেখা, [illegible] পরিবারগুলোকে সহায়তা করা [illegible] মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবা-তে উমার ইবনুল খাত্তাবের [illegible] একটি [illegible] আছে, [illegible] আরব উপদ্বীপের চেয়েও একজন মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করা [illegible]। এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহর [illegible] উক্তি আছে। [illegible] আল-ফাতাওয়া-র ২৮ নম্বর খণ্ডের ৬৩৫ পৃষ্ঠায় শাইখুল ইসলাম বলেছেন,

فك الأسرى من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات

'বন্দী মুক্ত করা সবচেয়ে সম্মানিত, মর্যাদাপূর্ণ অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের মুক্ত করার জন্য অর্থ ব্যয় করা—যেমন উকিলের খরচ বা এ রকম অন্য কিছু—হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে সম্মানিত মাধ্যমগুলোর অন্তর্ভুক্ত।'

তাই সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে লেখা অল্প কিছু কথা, এই সামান্য প্রচারণা হয়তো বিচারের দিনে আপনার ডানদিকের পাল্লা ভারী হবার কারণ হবে, আপনাকে ফিরদাউসে নিয়ে যাবে। আল্লাহ শাইখ নাসিরের কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন। আল্লাহ শাইখ খালিদ আর-রাশিদসহ অন্যান্য বন্দী আলিমদের কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন। আল্লাহ আমাদের ভাইবোনদের বন্দিত্বের শেকলগুলো ভেঙে দিন। হে আল্লাহ, তারা আপনার রাহমাহর মুখাপেক্ষী। তাই আপনি তাদের ওপর রাহমাহ বর্ষণ করুন। যারা তাদের ক্ষতি করতে চায়, তাদের ক্ষতি থেকে আপনি তাদের হেফাযত করুন। হে আল্লাহ, যারা তাদের ক্ষতি করতে চায়, আপনি তাদের ক্ষতি করুন।

---

[৬৭] তাফসির আল-কুরতুবি ৫/২৫৭

একজন মুসলিম, একজন দাঈ হিসেবে আপনাকে সব সময় এই সত্য পথের ওপর অটল থাকতে হবে। অন্যেরা যে চোখে দুনিয়াকে দেখছে, আপনি সেভাবে দুনিয়াকে দেখতে পারবেন না। ওদের কাছে জীবন হলো প্রাইমারি, জুনিয়র, হাইস্কুল ও কলেজ শেষ করা। ওদের কাছে জীবন হলো অনার্স, মাস্টার্স কিংবা পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করা। এরই মধ্যে বা এর পর হয়তো বিয়ে করা, বাচ্চা জন্ম দেওয়া, তাদের বড় করে তোলা, চাকরি বাকরি করা। সবশেষে রিটায়ারমেন্ট, রকিং চেয়ারে দোল খাওয়া। কোনো সমুদ্রসৈকত কিংবা নিরিবিলি রিসোর্টে স্ত্রীর সাথে বসে নাতি-নাতনিদের খেলা দেখা আর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা। ওদের কাছে এই হলো জীবনের উদ্দেশ্য।

কিন্তু একজন মুসলিমের জন্য সবকিছুই আলাদা। একজন মুসলিম জানে, তার জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। এসব পার্থিব বিষয়াদি কখনোই আমাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য হতে পারে না।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'বলুন হে মুহাম্মাদ, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই।'[৬১]

আমাদের জীবন শুধুই আল্লাহর ﷻ জন্য। আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টির জন্যই আমাদের সব প্রচেষ্টা, আর শুধু তাঁর জন্যই এ পথের সব বাধা-বিপত্তি আর কষ্ট সহ্য করা। আমরা কখনো পরীক্ষা কামনা করব না, কিন্তু যদি পরীক্ষা আসে আমরা আল্লাহর ﷻ দ্বীন ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আমরা ধৈর্য ধরব। দ্বীনের প্রশ্নে আপসহীন একজন নীতিমান ব্যক্তির জন্য পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। এ ধরনের মানুষকে পরীক্ষার মোকাবেলা

---

[৬১] সূরা আল-আনআম, ৬ : ১৬২

আলাদা [illegible] দুই প্রান্তে কথা বলা, [illegible] কোনো উপায় ছিল না।

কারাগারের নিয়ম [illegible] করার সলিটারি সেলের বন্দীদের পরিদর্শনে [illegible] করে প্রতিটি সেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বন্দীর [illegible] কে জিজ্ঞেস করলাম, কেন আমাকে সলিটারিতে রাখা হয়েছে?

"[illegible] পড়ো, তাদের সম্পর্কে [illegible]"

"তোমার এই [illegible]"

"[illegible] রাখার মুসলিম ইমাম [illegible] রিপোর্ট দিয়েছে।"

আসলে উদ্ভূত সমস্যার মূল [illegible]। কারাগারের ইমাম আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছিল। আমি জেলারকে বললাম, তুমি আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করলে, কিন্তু আমার বাবার ব্যাপারে কী বলবে? তাঁকে কেন সলিটারিতে রাখা হয়েছে? সে আমার বাবার ব্যাপারেও সেই একই অভিযোগ করল, অথচ বাবা জেলে খুব অল্পই কথা বলতেন।

আমি আবার বললাম, তোমরা আমাদের আলাদা রেখেছ, ঠিক আছে। কিন্তু আমি কেন তাঁর সাথে দেখা করার সুযোগও পাই না?

"তোমরা সবাইকে নিজেদের মতো চরমপন্থী বানাও, তাই তোমাদের সবার কাছ থেকে আলাদা রাখা হয়েছে।"

"ঠিক আছে, আমার আর বাবার বিরুদ্ধে তোমার এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে এটা তো একটা ছোঁয়াচে অসুখের মতো। আর আমরা দুজনই যেহেতু এই রোগে আক্রান্ত, তাই তুমি আমাকে আর আমার বাবাকে একই সেলে রাখলে তোমাদের জন্যই ভালো। তখন এ অসুখ আর অন্য কারও মধ্যে সংক্রমিত হবে না।"

একথা শুনে গর্দভটা কিছুক্ষণ চিন্তা করে, যাবার সময় অর্ডার দিয়ে গেল, আমাদের দুজনকে যেন একই সেলে রাখা হয়। তারপর বাবাকে আমার সাথে একই সেলে রাখা হলো। বাবার সাথে কাটানো সেই দিনগুলো ছিল আমার কারাজীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। সলিটারিতে কাটানো মোট নয় মাসের মধ্যে প্রায় তিন বা চার মাস আমরা একই

সেলে কাটিয়েছি। আমি এ সময় দেখেছি আমার বাবা হাসিমুখে সব পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। আজ অবধি তা-ই আছে। যা-ই ঘটুক না কেন তাঁর মধ্যে কখনো অসন্তোষ দেখিনি, তাঁকে সব সময় ধৈর্যশীল ও পরিতৃপ্ত পেয়েছি। আল্লাহুম্মা বারিক লাহু, আল্লাহ ﷻ তায়ালা তাঁকে নেক আমল-সমৃদ্ধ দীর্ঘায়ু দান করুন।

আমাদের ছোট্ট সেলে ওপর-নিচ দুটো বেড ছিল।[৬২] বাবা ঘুমাতেন নিচের বেডে, আমি ওপরেরটায়। তাঁর সময় কাটত সালাত আর কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন হয়ে। ওপর থেকে আমি দেখতাম সব সময় তাঁর মুখে হাসি লেগেই থাকত। তিনি কিছুটা উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করতে ভালোবাসতেন। অন্যান্য বন্দীরা প্রতিরাতে তাঁর সূরা কাহাফের তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করত। অনেকে চিৎকার করে তাঁর কাছে নাসীহাহ চাইত। তিনি হাসিমুখে সবার কথার জবাব দিতেন। মাঝে মাঝে তিনি সেলের দরজায় দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিতেন। দরজার শিক ধরে দাঁড়িয়ে জোরে কথা বললে সবাই শুনতে পেত। খুতবাহতে তিনি মুসলিম ও অমুসলিম সবাইকেই নাসীহাহ দিতেন। আমরা সলিটারিতে থাকা অবস্থায় অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. তাঁর উস্তাদ ইবনু তাইমিয়্যাহর রহ. ব্যাপারে বলেছিলেন, যখন আমাদের ঈমান দুর্বল হয়ে যেত, আমরা আমাদের শাইখ ইবনু তাইমিয়্যাহর শরণাপন্ন হতাম। তাঁর সামনে কয়েক মুহূর্ত কাটালেই তাঁর কথা আমাদের ঈমানকে তরতাজা করত। আমার বাবার ক্ষেত্রেও আমি তা-ই লক্ষ করেছি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নেক আমল-সমৃদ্ধ দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁর বরকতময় চেহারা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও হাসি মুছে যেত না। শুধু গভীর রাতে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন, সিজদাহয় পড়ে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষে করতেন।

শীতের সময় মিশিগানে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে চলে যায়। কারাগারে ছিল বরফজমাট শীত। সেন্ট্রাল হিটিং বা তাপ নিয়ন্ত্রণের অন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এরই মধ্যে ওরা আমাদের কাছ থেকে সব কম্বলও নিয়ে গিয়েছিল। কখনো কখনো দিনের পর দিন ওরা আমাদের কোনো খাবার কিংবা পানি দিত না। ইরাক-ফেরত নির্দয় ও নিষ্ঠুর পশুগুলো বন্দীদের ওপর নিজেদের আক্রোশ মেটাতে চাইত। আসলে তাদের পশু বলাও উচিত না, এতে বরং পশুদের অসম্মান করা হয়। তবে কয়েকজন ব্যতিক্রমও ছিল। এক মেক্সিকান গার্ডের কথা মনে আছে, যে তখন মাত্র ইরাক থেকে ফিরেছে। অ্যামেরিকার নাগরিকত্ব পাবার জন্য সে আর্মিতে যোগ দিয়েছিল। ওদের একটি

[৬২] আমাদের দেশের ট্রেনের কেবিনের মতো।

আইন আছে কেউ যদি অ্যামেরিকান আর্মির হয়ে কয়েক বছর যুদ্ধ করে তবে তাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এই গার্ডটি নিয়মিত আমাদের সেলের সামনে এসে দাঁড়াত। আমার বাবার দিকে তাকিয়ে সে কেঁদে ফেলত আর বলত, আমি জানি না ওরা কীভাবে আপনার সাথে এমন আচরণ করছে। তবে এ ধরনের লোক হলো ব্যতিক্রম আর নিয়ম কখনো ব্যতিক্রমদের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় না।

আমার ও বাবার সেল আলাদা করে দেবার কয়েকদিন আগের কথা। ওপরের বেডে বসে আমার বাবার আলোকদীপ্ত মুখ আর উজ্জ্বল হাসির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তিনি হাঁটছিলেন। এটা ছিল তাঁর রোজকার রুটিন। অল্প জায়গার মধ্যেই পায়চারি করতেন আর কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আমি বললাম, আব্বু আপনার কি কখনো নিজের ঈমান নিয়ে সংশয় হয়েছে? যে পরীক্ষা আর কষ্টের সময় আমরা অতিক্রম করছি এগুলোর কারণে কখনো কি আপনার ঈমান দুর্বল হয়েছে?

এ সময় আমার বাবা এমন এক অবস্থায় ছিলেন যখন কারাগারে তাঁর ওপর নির্যাতন চলছে, পুরো পৃথিবী তাঁর পরিবারকে ত্যাগ করেছে, তিনি নিজে অসুস্থ, বাসায় তাঁর স্ত্রী অসুস্থ। একের পর এক বিপদ তাঁর ওপর আসছে। চেনা একজন মানুষকেও বিপদের সময় নিজের পাশে পাননি, তাঁর সব সম্পদ তিনি হারিয়েছেন, শুধু সম্পদ না জাগতিক প্রায় সবকিছুই তিনি হারিয়েছেন। পরীক্ষার সময় মাঝে মাঝে এমন অবস্থা আসে যখন রাসুলগণও আশাহীন হয়ে পড়েন।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

حَتَّىٰٓ إِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ

‘অবশেষে যখন রাসুলগণ নিরাশ হলো এবং লোকে ভাবল যে, তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এল। তারপর আমি যাকে ইচ্ছা করলাম উদ্ধার করা হলো।’[৬৩]

مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

[৬৩] সূরা ইউসুফ, ১২ : ১১০

'তাদের ওপর ভীষণ বিপদ ও কষ্ট এসেছিল আর এতে তারা এমনভাবে শিহরিত হয়েছিল যে, নবি ও তাঁর সাথি ঈমানদার লোকেরা বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্যে নিকটেই!'[৬৪]

রাসুল ﷺ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবিরা ﷺ তীব্র দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন। বিপদের তীব্রতায় তাঁরা এতটাই বিপর্যস্ত হয়েছিলেন যে, রাসুল ﷺ ও তাঁর সঙ্গীরা ﷺ বলেছিলেন, কখন আসবে আল্লাহর ﷻ সাহায্য? তাই রাসুলগণও এতোটাই কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন, যখন তাঁরা আশা ছেড়ে দিয়েছেন। রাসুলগণকেও এতো ভয়ঙ্কর কঠিন সময় পার করতে হয়েছে।

এতসব কথা এ জন্য বললাম যাতে উপলব্ধি করতে পারেন, কোন পরিস্থিতিতে কথাগুলো বলা হয়েছিল। কারণ, হাজার কিংবা পাঁচ শ ডলার দামের ম্যাট্রেসের ওপর শোয়া অবস্থায়, নরম উষ্ণ বিছানায় স্ত্রীকে পাশে নিয়ে বলা কথা, আর শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে কোনো কম্বল ছাড়া কারাগারের নির্জন অন্ধকার কক্ষে শুয়ে বলা কথা এক রকম নয়।

আমি বাবাকে প্রশ্ন করলাম, আব্বু আপনার কি কখনো নিজের ঈমান নিয়ে সংশয় হয়েছে? যে পরীক্ষা আর কষ্টের সময় আমরা অতিক্রম করছি এগুলোর কারণে কখনো কি আপনার ঈমান দুর্বল হয়েছে? প্রশ্ন শুনে অন্ধকার কারাগারেও যেন তাঁর মুখ আলোকিত হয়ে উঠল। শান্ত দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জীবন্ত কারও কাছে থেকে শোনা সবচেয়ে অনুপ্রেরণামূলক কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন,

"প্রিয়, আমাদের সাথে যদি এমন না ঘটত, তাহলে আমি সংশয়ে থাকতাম। এই পরীক্ষা যদি আমাদের ওপর না আসত, তাহলে বরং আমি আমাদের মানহাজ নিয়ে সংশয়ে ভুগতাম।

[৬৪] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২১৪

“সে (ইউসুফ) বলল, ‘হে আমার রব,
তারা আমাকে যে কাজের প্রতি আহ্বান করছে
তা থেকে কারাগারই আমার নিকট
অধিক প্রিয়।

আর যদি আপনি আমার থেকে
তাদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন
তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব
এবং আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হব’।”

সূরা ইউসুফ : আয়াত ৩৩